মাসিক

আত-তাহরীক

অক্টোবর-১৯৯৭

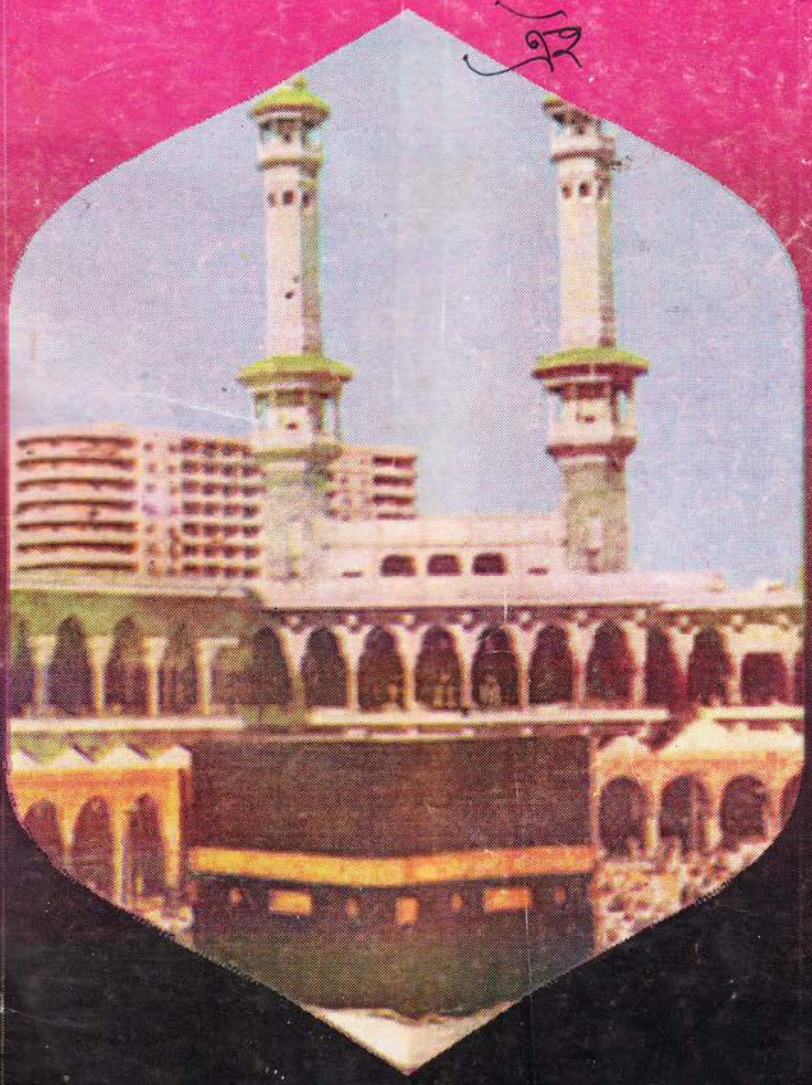

আত-তাহরীক

১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা
জুমাদাল আখেরাহ ১৪১৮ হিঃ
আশ্বিন ১৪০৪ সাল
অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজ ঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স।

যোগাযোগ ঃ সম্পাদক, আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

ঢাকার ঠিকানাঃ
ক-১৪৪,আরামবাগ (৪র্থ তলা), ফোন-৯৩৩৮৮৫৯
খ-১৯,ছিদ্দীক বাজার (২য় তলা, নর্থ সাউথ রোড)
গ- বাড়ী নং ৩, সড়ক নং ১১, সেক্টর ৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোনও ফ্যাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

সূচীপত্র

* সম্পাদকীয়
* দরসে কুরআন
* দরসে হাদীছ

* প্রবন্ধ ঃ
তাওহীদ
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ
- মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ সালাফী

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়
- মুহাম্মাদ হারূণ

কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান
- অনুবাদঃ আখতারুল আমান

* কবিতা ঃ
জ্ঞান কাননে
- আবু লুবাবা

* ছাহাবা চরিতঃ
আবু বকর (রাঃ)
- ইবনে আহমদ

* গল্পঃ
তাহকীক
- শামসুল আলম

* নাটিকা
* মহিলাদের পাতাঃ
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
- তাহেরুন নেসা

* সোনামনিদের পাতা
* দেশ-বিদেশ
* মুসলিম বিশ্ব
* বিজ্ঞান ও বিস্ময়
* মারকায সংবাদ
* প্রশ্নোত্তর

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 'আত-তাহরীক' বের হওয়ার সাথে সাথেই এমনভাবে জনপ্রিয়তা পাবে আশা করিনি। আল্লাহ পাকের হাযারো শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরকে আমাদের দিকে রুজু করে দিয়েছেন। 'আত-তাহরীক' আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে তা যে পরহেযগার মুমিনদের হৃদয় কেড়েছে, তার প্রমাণ প্রতিদিন আগত চিঠি-পত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধিত জনগণ এতদিন এর অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। সুধী পাঠকবৃন্দের প্রাণ ভরা দো'আ ও মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। ১ম সংখ্যার চাহিদা বারবার আসছে। কিন্তু ষ্টক প্রথম এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে ২য় সংখ্যা দ্বিগুণ ছাপা হ'ল। বিভাগও ৬টির স্থলে ১৪টি করা হ'ল। যত দিন যাবে, আত-তাহরীক তত সমৃদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। সুধী লেখকবৃন্দকে তাঁদের মূল্যবান লেখা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও আগামীতে আরও সারগর্ভ লেখা পাঠানোর আহবান জানাচ্ছি।

আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার ঘুমন্ত চেতনাগুলিকে 'আত-তাহরীক' আন্দোলিত করে তুলুক। অহি-র স্বচ্ছ আলোকের তীব্র ঝলকানিতে কালো অমানিশা বিদূরিত হৌক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসুক- এই কামনা নিয়েই শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন !!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

মহাকালের শিক্ষা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. সূরাতুল আছরঃ

والعصر . ان الانسان لفي خسر . الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

২. অনুবাদঃ

(১) কালের শপথ! (২) নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৩) তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে 'ছবর'-এর উপদেশ দিয়েছে'।

৩. গুরুত্বঃ

'সূরাতুল আছর' মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা-৩, শব্দ সংখ্যা-১৪ ও বর্ণ সংখ্যা -৬৮। এটি মাক্কী সূরা ও আকারে ছোট। তবে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তি ও কল্যাণের অন্বেষায় পাগলপরা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক-নির্দেশনা আছে এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) রাহেমাহুল্লাহ বলেন- لوتدبر الناس هذه السورة لوسعتهم 'যদি মানুষ এই সূরাটির তাৎপর্য অনুধাবন করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ'ত' *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*। এই সূরাটির গুরুত্ব ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে খুবই বেশী ছিল। ইমাম তাবারাণী (রহঃ) ওবায়দুল্লাহ বিন হিছন আবু মদীনা হ'তে বর্ণনা করেন যে, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন দু'জন ছিলেন, যাঁরা পরস্পরে সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে সূরায়ে আছর না শুনিয়ে বিদায় নিতেন না' *(ইবনে কাছীর)*।

মিসর বিজেতা সেনাপতি খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আমর বিনুল আছ (রাঃ) কাফের অবস্থায় থাকার সময় একবার ইয়ামামার নেতা পরবর্তীতে ভন্ড নবী মুসায়লামাতুল কাযযাব-এর নিকটে গেলে সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের নবী মুহাম্মাদ-এর উপরে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু নাযিল হয়েছে কি? তিনি বল্লেন যে, তাঁর উপরে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ (سورة وجيزة بليغة) একটি সূরা নাযিল হয়েছে। বলেই তিনি তাকে সূরায়ে আছর পাঠ করে শুনালেন। মিথ্যাবাদী মুসায়লামা কিছুক্ষণ চুপ থেকেই বলে উঠলো 'আমার উপরে ও অনুরূপ নাযিল হয়েছে'। আমর বিনুল আছ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে শুরু করল-

يا وبر يا وبر - انما انت اذنان وصدر - وسائرك حفر ونقر .

'হে মর্দা বিড়াল! হে মর্দা বিড়াল!
তোমার কেবল দু'টি কান ও বুক
আর বাকী সবকিছুই শুন্য ও ফাঁকা'।

পরে সে আমরকে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল? জওয়াবে আমর বললেন, 'আমি জানি যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী' (ইবনে কাছীর)। এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কুফরী হালতে থাকা অবস্থায়ও আমর বিনুল আছ-এর ন্যায় সে সময়ের বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কুরআনের অলৌকিকত্ব ও রাসূলের উচ্চ মর্যাদাকে সম্মান করতেন।

৪.তাফসীরঃ

والعصر 'ওয়াল-আছর' কালের শপথ! এখানে 'কালের শপথ' এজন্য করা হয়েছে যে, কালের ত্রি-সীমানার মধ্যেই বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। বিগত যুগে বা বর্তমান সময়ে কিংবা আগামীতে যত কাজ হবে, সবই কালের সীমার মধ্যেই হবে। বনু আদমের সকল ভাল-মন্দ কর্মের নীরব সাক্ষী হ'ল মহাকাল। পরবর্তী আয়াতগুলিতে যে কথাগুলি বলা হবে, তার সত্যতার জন্য মহাকালের ঘটনাবলীই বাস্তব সাক্ষী। অথবা এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, সময় যেমন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের আয়ুষ্কাল তেমনি দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। যদি সময়ের গতিকে আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করি, তবে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল গতিবেগ

http://islaminonesite.wordpress.com

নিয়ে আমরা আমাদের মৃত্যুর চূড়ান্ত ঠিকানার দিকে ছুটে চলেছি। পরীক্ষার্থী ছাত্রটি যদি পরীক্ষার হলের নির্দিষ্ট সময়টুকু অন্য খেয়ালে ব্যয় করে, তাহ'লে সে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, দুনিয়ার এই পরীক্ষাক্ষেত্রে অজানা আয়ুস্কালের অনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে যদি মানুষ তার নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করে এবং পরবর্তীতে বর্ণিত চারটি গুণ হাছিল না করে অলসতায় কাটিয়ে দেয়, তবে সেও তেমনি চরম ক্ষতির মধ্যে পড়বে। ইহকালে সে যেমন কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবে। পরকালেও তেমনি জান্নাত হতে মাহরূম হবে। ইমাম রাযী (রহঃ) একজন মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি জনৈক বরফ বিক্রেতার উক্তি থেকেই 'ওয়াল আছর'-এর ব্যাখ্যা জেনেছেন। উক্ত বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলছিল, 'তোমরা দয়া কর সেই ব্যক্তির উপরে যার মূলধন প্রতি মুহূর্তে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে'। এই চিৎকার শুনেই উক্ত মনীষী বলে ওঠেন, والعصر - এর প্রকৃত অর্থ তো এটাই' (ঐ তাফসীর ৩২ খন্ড পৃঃ ৮৫)। অর্থাৎ আয়ুষ্কাল বা মহাকাল।

ان الانسان لفي خسر "নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে নিপতিত'। এখানে 'ক্ষতি বলতে দুনিয়াতে ধ্বংস' এবং আখেরাতে জান্নাত হতে বঞ্চিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে (ইবনু কাছীর, ইবনু আব্বাস)। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) একদা জুম'আর খুৎবা দান কালে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ان الانسان অর্থ আবু জাহ্ল,

الا الذين امنوا অর্থ আবুবকর,

وعملوا الصالحات অর্থ ওমর, وتوا صوا بالحق

অর্থ ওছমান, وتوا صوا بالصبر অর্থ আলী (রাঃ) (কুরতুবী)।

الا الذين امنوا وعملوا الصالحات অর্থাৎ 'তারা ব্যতীত যারা আল্লাহ্র একত্বের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এবং তাঁর আদেশ সমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে নেক আমল সমূহ সম্পাদন করে' (ইবনু জারীর)। ঈমান ও আমল-এর তুলনা বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। বীজ সুন্দর হলে বৃক্ষ সুন্দর হয়। বীজ পোকাযুক্ত হলে বৃক্ষ ত্রুটিযুক্ত হয়। ঈমানে ত্রুটি থাক্লে আমলে ত্রুটি হবে। খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি হঠাৎ কোন অন্যায় করে ফেললেও সে অনুতপ্ত হয় ও তওবা করে ফিরে আসে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের নিকটে পারিভাষিক অর্থে 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়'। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা। আমলহীন ঈমান শাখা-পত্রহীন ন্যাড়া বৃক্ষের ন্যায়।

আমল ব্যতীত শুধুমাত্র বিশ্বাস ও স্বীকৃতি পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় এবং তা মানুষকে ধ্বংস ও ক্ষতি হ'তে রক্ষা করতে পারে না।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল 'আপনি কি মুমিন? তিনি বল্লেন, আপনি যদি আমাকে আল্লাহ্র উপরে ঈমান, তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান, তাঁর ফেরেস্তা মন্ডলীর উপরে ঈমান, তাঁর প্রেরিত কেতাব সমূহের উপরে ঈমান, বিচার দিবসের উপরে ঈমান ও তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি অবশ্যই একজন মুমিন। কিন্তু যদি আপনি আমাকে সূরায়ে আনফাল ২,৩,৪ আয়াতে বর্ণিত পূর্ণ মুমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি জানিনা, আমি মুমিন কি-না' (আল-কাশশাফ)। ফল-পত্রহীন খাড়া নারিকেল গাছটিকে যুক্তির খাতিরে নারিকেল গাছ বলা গেলেও তা যেমন কারো কোন কাজে লাগেনা, আমলহীন মুমিনকে তেমনি যুক্তির খাতিরে মুমিন বলা গেলেও বাস্তবে তা কোন কাজে লাগেনা। পবিত্র কুরআনে যত সু-সংবাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা কেবল ঐ সকল মুমিনের জন্যই ।

ঈমানের উপরোক্ত তাৎপর্য অনুধাবন করেই আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন 'তুমি জানো যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'। আল্লাহ বলেন 'হে নবী, আপনি জানতেন না কিতাব কি বা ঈমান কি' (শূরা ৫২)। অতএব শুধুমাত্র কলেমার উচ্চারণ নয় বরং জেনে-বুঝে ঈমান আনতে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

'আমলে ছালেহ' বা নেক আমল বলতে শরীয়ত-অনুমোদিত নেক আমল বুঝায়। কারো দৃষ্টিতে কোন বিষয় সুন্দর ও নেক আমল মনে হ'লেও যদি তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয় বা শরীয়ত অনুমোদিত না হয়, তবে তা 'নেক আমল' নয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি 'ইসতিহসান' করল। অর্থাৎ কোন বিষয়কে সুন্দর মনে করে সম্পাদন করল, সে ব্যক্তি নতুন শরীয়ত রচনা করল'। যা মহাপাপ এর শামিল। অতএব দল বা যুগের দোহাই দিয়ে নয় বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে যা সিদ্ধ ও সুন্দর, সেটাই 'আমলে ছালেহ' বা নেক আমল এবং তাই-ই আমাদের করে যেতে হবে। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, বান্দার প্রতিটি আমলের সমাধান শব্দে শব্দে কুরআন হাদীছে তালাশ করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয় বরং 'ইবাদত'-এর বিষয়গুলি বাদে বৈষয়িক বিষয়গুলির সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মূলনীতির অনুকূলে হ'তে হবে। শব্দে শব্দে হওয়া শর্ত নয়। এ জন্য প্রতি যুগের যোগ্য আলেমের জন্য ' ইজতিহাদ' অপরিহার্য।

وتواصوا بالحق'তাওয়াছী' শব্দটি 'অছিয়ত' হ'তে উদ্ভুত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎকাজে জোর তাকীদ দেওয়ার নাম 'অছিয়ত'। একারণেই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি পরবর্তীদের যে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যান, তাকে 'অছিয়ত' বলা হয়।

ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার তৃতীয় শর্ত হ'ল পরস্পরকে সর্বদা 'হক' অনুযায়ী চলার পরামর্শ দেওয়া। 'বাতিল' হ'তে দূরে থেকে মানুষকে সর্বদা হক বা সত্যের অনুসারী হ'তে হবে। শয়তানী যুক্তিবাদের লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ প্রতি মুহূর্তে মানুষকে হক-এর রাস্তা হ'তে সরিয়ে নেওয়ার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নবীগণ ব্যতীত সকল মানুষেরই হক হ'তে পদস্খলনের আশংকা রয়েছে। নিজের রায়, অধিকাংশের রায়, জ্ঞানী ব্যক্তির রায় প্রভৃতিকে মানুষ চূড়ান্ত সত্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, 'হক' তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে আসে। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা প্রত্যাখ্যান করুক। আমরা সীমা লংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি.....(কাহাফ ২৯)। আল্লাহ প্রেরিত সেই চূড়ান্ত 'হক' হ'ল সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। মানুষের সকল রায় ও সিদ্ধান্তকে অবশ্যই উক্ত ঐশী সত্যের অনুকূলে হ'তে হবে, প্রতিকূলে নয়। আর সেই অভ্রান্ত সত্যের অনুসারী হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ হ'তে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলকে সর্বদা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে যেতে হবে। এতে সমাজে হক ও ন্যায়নীতি জয়লাভ করবে এবং বাতিল ও দুর্নীতি পরাজিত হবে। সমাজ সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

আয়াতে বর্ণিত হক-এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। ১- 'হক' অর্থ সত্য যা সমস্ত ভ্রান্তির আশংকামুক্ত। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি হ'ল সেই চূড়ান্ত ও নির্ভেজাল সত্য, যার দিকে মানুষকে সর্বদা প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২-'হক' অর্থ অধিকার, যা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয় ধরণের হ'তে পারে। এই দৃষ্টিতে পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দানের অর্থ হবে আল্লাহ ও মানুষের হক যাতে সর্বদা রক্ষিত হয় এবং কোনভাবে তা ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে সর্বদা জনগণ ও সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ দান করা।

وتواصوا بالصبر 'ছবর'-এর অর্থ নিজেকে বিরত রাখা ও ধৈর্য ধারণ করা। পারিভাষিক অর্থে মনের চাহিদাকে আল্লাহ্র বিধানের অনুবর্তী করাকে 'ছবর' বলা হয়। ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য এটাই হ'ল চতুর্থ শর্ত। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণ ভাবে অন্যায়মুখী। নিষিদ্ধ বস্তুর দিকেই তার আগ্রহ বেশী থাকে। সেখান থেকে বিরত থেকে নিজের নফ্সকে হক-এর অনুসারী হিসাবে অভ্যস্ত করে তোলা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। অথচ এটা না করতে পারলে ব্যক্তি ও সমাজ সবই ধ্বংস হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ সত্যিকারের মুমিন হ'তে পারবেনা, যতক্ষণ না

http://islaminonesite.wordpress.com

তার প্রবৃত্তি আমার আনীত শরীয়তের অনুবর্তী হবে' (শারহুস সুন্নাহ)।

'ছবর' তিন প্রকারঃ

১. বিপদে ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র নিকটে তার ছওয়াব আশা করা

২. গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং

৩. আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে নিজেকে ধরে রাখা।

উপরোক্ত তিন প্রকার ছবর-এর মধ্যে ওমর ফারূক (রাঃ) ১ম প্রকারের ছবর-কে 'হাসান" (حسن) বা সুন্দর এবং ২য় ও ৩য় প্রকারের ছবর-কে 'আহসান' احسن। বা অতীব সুন্দর বলেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আমার সাহায্য কামনা কর। তবে এটি বড়ই কঠিন কাজ ভীত-অনুগত মুমিন গণ ব্যতীত' (বাকারাহ ৪৫)। মোটকথা হক-এর দাওয়াত দিতে গেলে ও 'হক' অনুযায়ী চলতে গেলে বাতিল-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিপদ-মুছীবতে সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতে হবে ও নিজেকে গোনাহ থেকে বিরত রেখে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে ধরে রাখতে হবে। এরফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সমৃদ্ধ ও কল্যাণ ময় হবে।

উপরোক্ত চারটি গুণকে একত্রে ইল্ম, আমল, দাওয়াত ও ছবর এই চারটি নামে অভিহিত করা চলে। অর্থাৎ 'ঈমান' এর অর্থ ও তাৎপর্য জেনে বুঝে ঈমান আনতে হবে*। সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। হক-এর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে এবং একাজের ফলে প্রাপ্ত কষ্টে ও মুছীবতে ধৈর্য ধারন করতে হবে। প্রথম দু'টি ব্যক্তিগত ও শেষের দু'টি সমাজগত। কোন একটি গুণের ঘাটতি থাকলে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। অতএব উক্ত চারটি গুণ হাছিল করার জন্য সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

* [গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঈমান' প্রবন্ধটি পাঠ করুন।-সম্পাদক]

দরসে হাদীছ

আসমানী প্রশিক্ষণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব

عن عمر بن الخطاب (رض) قال: بينما نحن عند رسول الله (ص) ذات يوم إذ طلع علينا رجل ... فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم-

অনুবাদঃ হযরত ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)[১] বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ আমাদের নিকটে একজন ব্যক্তি আগমন করলেন, যাঁর পোষাক ছিল ধবধবে সাদা ও চুল ছিল কুচকুচে কালো। যাঁর চেহারায় সফরের কোন চিহ্ন ছিলনা। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনেনা। উনি সোজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বসলেন এবং নিজের দুই হাঁটু রাসূলের দুই হাঁটুর সঙ্গে মিলালেন ও তাঁর দুই হাতের তালু দুই পায়ের উরুর উপরে রাখলেন। অতঃপর বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আমাকে 'ইসলাম' সম্পর্কে বলুন'! রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তুমি ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফের হজ্জ করবে যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সামর্থ্য রাখ। আগন্তুক বল্লেনঃ 'আপনি সত্য বলেছেন'। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম এজন্য যে, তিনি প্রশ্ন করছেন আবার সত্যায়ণ করছেন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে 'ঈমান' সম্পর্কে বলুন! রাসূল বল্লেন, তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কেতাব সমূহের উপরে, তাঁর রসূলগণের উপরে, বিচার দিবসের উপরে এবং তাক্বদীরের ভাল ও মন্দের উপরে।' আগন্তক বল্লেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন! রসূল (ছাঃ) বল্লেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে

http://islaminonesite.wordpress.com

পাচ্ছ। যদি দেখতে না পাও তবে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, এবার আমাকে 'কেয়ামত' সম্পর্কে খবর দিন। রসূল (ছাঃ) বল্লেন, 'উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর চাইতে বেশী জানেন না'। আগন্তুক বল্লেন, তাহ'লে কেয়ামতের কিছু আলামত সম্পর্কে বলুন! রসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ সন্তানেরা মায়ের অবাধ্য হবে) এবং যখন তুমি দেখবে নগ্নপদ, নগ্নদেহ, ফকীর ও মেষ পালক রাখালগণ বড় বড় দালান-কোঠার মালিক হয়ে পরস্পরে গর্ব করবে।' রাবী হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আগন্তুক লোকটি চলে গেল। আমি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমাকে বল্লেন, হে ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভাল জানেন। তিনি বল্লেন- উনি জিব্রীল (আঃ)। উনি এসেছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য' (মুসলিম)।

উপরোক্ত হাদীছটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে। যেমন 'যখন নগ্নপদ, নগ্নদেহ, মুক ও বধিরগণকে (অর্থাৎ অযোগ্য অপদার্থ লোকদেরকে) দেশের শাসক হ'তে দেখবে এবং কেয়ামত সেই পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন। অতঃপর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে শুনান। অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে (১) কেয়ামত কখন হবে তার সম্যক জ্ঞান (২) তিনি জানেন কখন কোথায় বৃষ্টি হবে (৩) জানেন মায়ের জরায়ুতে কি ভ্রূণ আছে। (৪) কোন মানুষ জানেনা আগামী কাল সে কি রোজগার করবে এবং (৫) জানেনা কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল কিছু অবহিত' {লোকমান ৩৪, মুত্তাফাকুন আলাইহ}।

১. *(রাঃ) দ্বারা 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বুঝানো হয়। অর্থ 'আল্লাহ তাঁর উপরে সন্তুষ্ট থাকুন'! (ছাঃ) দ্বারা রাসূলের উপরে সংক্ষিপ্ত দরূদ 'ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম' বুঝানো হয়। অর্থ- 'আল্লাহ তাঁর উপরে রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন'!-সম্পাদক।*

ব্যাখ্যাঃ

স্বয়ং হযরত জিব্রীল (আঃ) প্রশ্নকারী হিসাবে মওজুদ ছিলেন বলেই এই হাদীছটি 'হাদীছে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ এই হাদীছকে 'উম্মুস্ সুন্নাহ' ও 'উম্মুল আহাদীছ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ হাদীছে বর্ণিত মৌলিক বিষয় সমূহের মূল বক্তব্য এই হাদীছে নিহিত রয়েছে। যেমন- সূরায়ে ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়েছে এজন্য যে, কুরআনে বর্ণিত সকল বিষয়ের মূল বক্তব্য এই সূরাতে বিবৃত হয়েছে।

ইসলাম যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অহিভিত্তিক ধর্ম এবং হাদীছ যে আল্লাহর অহি, এ বিষয়ে একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হ'ল অত্র 'হাদীছে জিব্রীল'।

দ্বিতীয়তঃ

মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে নিজে ইসলামের প্রবর্তক বা রচয়িতা নন, সেটারও প্রমাণ এ হাদীছে রয়েছে। বরং অহি নাযিলের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা ছিলনা। যেমন আল্লাহ নিজেই রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, ' আপনি জানতেন না কিতাব কি বা ঈমান কি? (শূরা ৫২)।

তৃতীয়তঃ

মানুষ যে আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি, একথাও এ হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ফেরেশতাকুল শ্রেষ্ঠ হযরত জিব্রীল আমীনকে মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)- এর সম্মুখে একজন প্রশ্নকারী ছাত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। যদিও জিব্রীল স্বয়ং অহির বাহক ছিলেন।

চতুর্থতঃ

এখানে বড় ও ছোট-র মধ্যে ইসলামী ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে আসনে যেভাবে বসেছিলেন, ছাত্র জিব্রীল (আঃ) সেই ভাবেই ভদ্র ও নম্রভাবে জানু পেতে তাঁর সামনে বসেন।

পঞ্চমতঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে কোন বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি এ হাদীছে বিবৃত হয়েছে। মূলতঃ পূর্বাহ্নেই অহি মারফত

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সবকিছু বলে দেওয়া হয়েছিল। পরে ছাহাবীদের শিখানোর জন্য জিব্রীল (আঃ) স্বয়ং প্রশ্নকারী হিসাবে আবির্ভূত হন এর মাধ্যমে অত্র হাদীছের অধিকতর গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

অত্র হাদীছে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান এবং সবশেষে কেয়ামতের আলামত বর্ণনা করা হয়েছে প্রথমে একজন মানুষ সাধারণ বুঝ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ও বাহ্যিক আমল শুরু করে পরে মর্ম অনুধাবন করে ও ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করে এবং সবশেষে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে সত্য জ্ঞান লাভ করে ও নিজেকে তাঁর নিকটে সর্ম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়। ইহসান বা কৃতজ্ঞতাবোধের এই সর্বোচ্চ মার্গে আরোহন করার পরে একজন মুমিন পূর্ণাংগ মুমিনে পরিণত হয়। হাদীছের শেষাংশে কিয়ামত প্রাক্কালে মানুষের অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে মুমিনকে পূর্বাহ্নেই সাবধান করা হয়েছে। যাতে সে ঈমান হ'তে বিচ্যুত না হয় এবং নিজেকে পরিবেশের শিকারে পরিণত না করে।

এই হাদীছে দ্বীনের তিনটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে-'আকীদা, আমল ও ইখলাছ' ইবাদত কবুলের জন্য উক্ত তিনটি বিষয় একত্রিত হওয়া যরূরী। আক্বীদা ভাল কিন্তু আমল নেই, সে ব্যক্তি ফাসিক। আক্বীদা ও আমল দু'টিই ভাল কিন্তু ইখলাছ নেই, সে ব্যক্তি মুনাফিক। আর যদি আমলের মধ্যে 'রিয়া' বা লোক দেখানো কিছু থাকে, তাবে তা হবে 'ছোট শিরক' যা বড় শিরকের এক দর্জা নীচে ও সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ। যার ফলে সমস্ত আমল বরবাদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ঈমান, আমল ও ইখলাছকে পৃথক করে তিনটির জন্য পৃথক শাস্ত্র তৈরী করে পৃথকভাবে মেহনত করার রেওয়াজ বিভিন্ন ইসলামী দেশে চালু হয়েছে। ঈমান ও আক্বীদাকে কালাম শাস্ত্রের বিষয় বস্তু, আমলকে শরীয়তের বিষয়বস্ত ও ইখলাছকে তাছাউওফ বা তরীকতের বিষয়বস্তু বলে গণ্য করে কেউ কালামশাস্ত্রবিদ বা দার্শনিক, কেউ শরীয়ত অভিজ্ঞ ফকীহ, কেউ তরীকত ও মা'রেফাতের পীর ও সূফী এই সব ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত ও পরিচিত হয়েছেন। অথচ ইসলামী শরীয়ত কোন ডাক্তারী শাস্ত্র নয় যে, কেউ মানসিক চিকিৎসাবিদ হবেন, কেউ শল্যবিদ হবেন, কেউ হার্ট স্পেশালিষ্ট হবেন। বরং ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্ণাংগ জীবন ধর্ম। জীবনের সকল স্তরের জন্য ইসলাম সর্বদা হেদায়াতের আলোক বর্তিকা স্বরূপ। আক্বীদা, আমল ও ইখলাছের ত্রিবিধ সমাহারে সে হয়ে ওঠে একজন পূর্ণাংগ মানুষ বা ইনসানে কামেল। এই কামালিয়াত বা পূর্ণতার মধ্যেও সর্বদা কমবেশীর জোয়ার ভাটা চলবে। যেমন রাসূলগণের ও ছাহাবীগণের মধ্যে ছিল। তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই ঈমান, আমল ও ইখলাছের ক্ষেত্রে সর্বদা অধিক হ'তে অধিকতর পূর্ণতা হাছিলের চেষ্টায় লিপ্ত থাকবেন এবং আল্লাহ্র মাগফেরাত ও জান্নাত লাভে সচেষ্ট হবেন, এটাই আল্লাহ্র কাম্য।

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

তাওহীদ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'তাওহীদ' আরবী শব্দ, যা 'ওয়াহদাতুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। অর্থ একক গণ্য করা। শারঈ পরিভাষায় 'আসমান ও যমীনসহ এর ভিতর ও বাইরের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করাকে- 'তাওহীদ' বা একত্ববাদ বলা হয়'। উহা তিন প্রকার: (১) তাওহীদে রবূবিয়াত (২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (৩) তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত। বাংলায় যাকে বলা যায়- সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব, নাম ও গুণাবলীর একত্ব এবং ইবাদত ও উপাসনায় একত্ব।

১. 'তওহীদে রবূবিয়াত'-এর অর্থ হ'ল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করা। কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকল যুগে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনকালে মক্কার মুশরিক আরবরাও এ বিশ্বাস রাখত। যেমন আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, (হে নবী!) যদি আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, কে আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টি করেছেন? অবশ্যই তারা বলবে 'আল্লাহ'। আপনি বলুন 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য'। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ওদের অধিকাংশ (তওহীদের আসল মর্ম) বুঝে না' (লুকমান ২৫)। কুরায়েশ নেতারা তাদের ছেলেদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব ইত্যাদি রাখত। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করত, জান্নাত- জাহান্নামে বিশ্বাস করত, আল্লাহর ঘর কা'বাকে সম্মান করত, তার হেফাযতে জান-মাল ব্যয় করত, তাওয়াফ করত, হজ্জ করত, হাজীদের জান-মালের হেফাযত করত। এতদসত্ত্বেও তারা মুসলিম ছিলনা। বরং মুশরিক ও কাফির ছিল। আর সে কারণে তাদের হেদায়াতের জন্য ও সেই সাথে বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য বিশ্বনবী ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহপাক মুশরিক আরব নেতাদের ঘরেই প্রেরণ করলেন। তাই শুধুমাত্র তওহীদে রবূবিয়াতের উপরে ঈমান আনলেই অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে স্বীকার করলেই কেউ মুমিন হ'তে পারবেনা ও আখেরাতে মুক্তি পেতে পারেনা যতক্ষণ না তওহীদে ইবাদতের উপরে খালেছ ঈমান পোষণ করে।

২. 'তওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'-এর অর্থ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ও সনাতন বলে বিশ্বাস করা, যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। সুগন্ধিকে যেমন ফুল হ'তে পৃথক করা যায় না, কিরণকে যেমন সূর্য হ'তে বিভক্ত করা যায় না, আল্লাহর গুণাবলীকে তেমনি তাঁর সত্তা হ'তে পৃথক ভাবা যায় না। তিনি দয়া বিহীন দয়ালু, কথা বিহীন কথক, কর্ণহীন শ্রোতা বা হস্তবিহীন দাতা নন। তিনি নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। বরং তাঁর আকার রয়েছে। কিন্তু তা কেমন তা কেউ জানেনা। 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই (ইখলাছ ৪)। 'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকে, সে সব থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে'(ছাফফাত ১৮০)। মু'আত্ত্বিলাগণ আল্লাহকে নির্গুণ ও নিরাকার মনে করে শুন্য সত্তার পূজারী হয়েছে। জাহমিয়া, ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি এদের অনেক গুলি উপদল রয়েছে। মুজাস্সিমাহ ও মুশাব্বিহাহগণ আল্লাহকে বান্দার সদৃশ কল্পনা করে মূর্তিপূজারী হয়েছে। প্রকৃত সত্য রয়েছে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পথে, যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত পথ।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কোন রূপক বা দূরতম ব্যাখ্যা করা চলবেনা। কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা। যেমন কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত 'আল্লাহর হাত' অর্থ আল্লাহর কুদরত ও নে'য়ামত, 'আল্লাহর চেহারা' অর্থ আল্লাহর সত্তা,

http://islaminonesite.wordpress.com

'আরশে সমাসীন হওয়া' অর্থ আরশের মালিক হওয়া ইত্যাদি করা যাবে না। কেননা ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ে এবং বস্তুর ভাল-মন্দ বিষয়ে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ কেবলমাত্র আল্লাহ্ প্রেরিত অহি-র মাধ্যমেই সম্ভব। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ দুনিয়ার সকল নবী ও রাসূল এ বিষয়ে কেবল অহি-র মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করেছেন (শূরা ৫২, আন'আম ৭৭, আম্বিয়া ২৫)। এমনকি 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' এই মৌলিক বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য কেবল মানবীয় জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং 'অহি' প্রয়োজন (মুহাম্মাদ ১৯)। আর উম্মতের জন্য প্রয়োজন অহি-র নিকটে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। নইলে ঈমান আনার পরেও মুশরিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায় (আন'আম ১৪,১০৬; ইউসুফ ১০৮)।

ইসলামে উদ্ভূত ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হ'ল 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' সম্পর্কে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি। উক্ত বিষয়ে মুসলিম বিদ্বানগণ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। একদল আল্লাহ্র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেছেন। জাহমিয়া, মু'তাযিলা, অধিকাংশ আশ'আরিয়া প্রভৃতি এই দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্য দলটি আল্লাহকে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা মনে করেন। কিন্তু এই দলের কিছু বিদ্বান বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে মানব দেহের আকৃতি কল্পনা করে নিয়েছেন। যারা মুজাসসিমাহ, মুশাব্বিহাহ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছেন। এদের কেউ কেউ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা করে 'সর্বেশ্বরবাদী' হয়ে গেছেন। এদের ধারণায় 'যত কল্পা তত আল্লাহ' (নাঊযুবিল্লাহ)। এরা অনেকগুলি উপদলে বিভক্ত।

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী মতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল এই যে, আল্লাহ অবশ্যই নাম ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয় বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে তার উপরে ঈমান আনতে হবে। এই মধ্যবর্তী পথই হ'ল আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের পথ, যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত আক্বীদার অনুরূপ।

৩. 'তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত' অর্থ হ'ল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা'। আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা সহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে 'ইবাদত' ঐসকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও খুশী হন'। 'ইলাহ' সেই সত্তাকে বলা হয়, যাঁর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয় ও যাঁকে ইবাদত করতে হয় মহব্বতের সাথে একনিষ্ঠভাবে ভীতিপূর্ণ সম্মান ও সর্বোত্তম শ্রদ্ধার সাথে।

মানুষের জীবনে ইবাদাত ও মু'আমালাত বা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'টি দিক রয়েছে। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা রূহানী জগতটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তার বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করে। এ কারণে আধ্যাত্মিক জগতকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইসলাম যে বিধান সমূহ প্রদান করেছে তা হ'ল 'তওক্বীফী'। অর্থাৎ যার কোন নড়চড় নেই। বান্দার পক্ষ হতে সেখানে কোনরূপ রায়-কেয়াস বা ইজতিহাদের অবকাশ নেই। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যবহ-মানত ইত্যাদি ইবাদত সমূহের নিয়ম পদ্ধতি উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সনদ বিচার করে ছহীহ সনদে প্রাপ্ত হাদীছের বিধান মেনে চলাই নিরপেক্ষ মুমিনের কর্তব্য।

অতঃপর 'মু'আমালাত' বা বৈষয়িক জীবনে সত্যিকারের মুমিন আল্লাহ প্রেরিত 'হুদূদ' বা সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। আদেশ- নিষেধ ও হালাল-হারাম -এর সীমারেখার মধ্যে থেকে যোগ্য আলেমগণ শারঈ মূলনীতির আলোকে 'ইজতিহাদ' করবেন ও যুগ-সমস্যার সমাধান দিবেন। রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি মানুষের জীবনের বিস্তীর্ণ কর্মজগত তার মু'আমালাত বা বৈষয়িক জীবনের অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে যেমন আল্লাহ্র বিধান মেনে চলেন, তেমনি বৈষয়িক জীবনেও ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য করে থাকেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বৈষয়িক জীবনে গায়রুল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিস্কার শিরক। জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন হাদীছপন্থী হতে হবে, বৈষয়িক জীবনেও তেমনি শারঈ বিধানের আনুগত্য করে চলতে হবে। নইলে তার তাওহীদের দাবী ভুয়া প্রমাণিত হবে। মূলতঃ একেই বলা হয় 'তওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত'। আর এখানে এসেই মুমিন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'। ইবাদত বা উলূহিয়াতের মালিক আর কেউ নেই, আল্লাহ ব্যতীত। দূরদর্শী আরব নেতারা রাসূলের (ছাঃ) এই কালেমায়ে ত্বাইয়েবার মর্মার্থ অনুধাবন করেছিল। তারা বুঝেছিল যে, উলূহিয়াতের মর্যাদা দিয়ে যাদেরকে তারা সর্বোচ্চ সম্মান ও পূজা নিবেদন করছিল, বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতা যাদের হাতে অর্পণ করেছিল, তাদের উলূহিয়াত শেষ হয়ে গেল। তাদের প্রতি আনুগত্য এখন এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শর্তাধীনে পরিণত হ'ল। তাই তারা বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলো 'এতগুলো ইলাহের পরিবর্তে সে মাত্র একজন ইলাহকে সাব্যস্ত করেছে (?) এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা' (ছোয়াদ ৫)। তাওহীদে রবূবিয়াতকে মেনে নিলেও কাফের আরব নেতারা তাওহীদে ইবাদতকে মেনে নিতে পারেনি। আর তাই নবীকে দেশ ছাড়া করা হ'ল।

ছাহাবীদেরকে জান-মালের চরম পরীক্ষা দিতে হ'ল। যুগে যুগে হকপন্থী মুমিন ও ওলামায়ে কেরামকে জান ও মালের কুরবানী দিতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বলা বাহুল্য তাওহীদে ইবাদতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করার ফলেই আজকের বিশ্ব ও বিশেষ করে মুসলিম সমাজে চরম অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে।

অতএব তাওহীদের পূর্ণ বিকাশ সাধনই হৌক প্রত্যেক মুমিনের একমাত্র কামনা ও জীবন সাধনা।

অবসর কোথা কোথায় শান্তি
এখনও যে কাজ রয়েছে বাকী,
তাওহীদ আজও পূর্ণ কিরণ
দিগ-দিগন্তে দেয়নি আঁকি॥

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ

-আব্দুস সামাদ সালাফী

ইসলামে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছে জিহাদ-এর প্রকৃতি ও পদ্ধতি সর্ম্পকে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন- جاهدوا المشركين باموالكم و انفسكم و السنتكم (رواه ابوداود و النسائى)

'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, জীবন ও ভাষা দ্বারা জিহাদ কর'(আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

উল্লেখিত হাদীছে রাসূলে করীম (ছাঃ) জিহাদ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহপাক বলেন, كتب عليكم القتال। অর্থাৎ তোমাদের উপরে কিতাল বা যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে'। আল্লাহ আরও বলেন, قاتلوا المشركين كافة। 'সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর'।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা জিহাদ করা যে ফরয তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় জিহাদ 'ফরযে আইন'। তবে অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে জিহাদ ' ফরযে কিফায়া'। ফরযে আইন অর্থ যে, সকলকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে; একাজে কাউকে বিচ্ছিন্ন থাকা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ফরযে কিফায়া অর্থ হ'ল যে, কিছু সংখ্যক লোক উক্ত কাজে অংশ গ্রহণ করলে হবে; সকলের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন নেই। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক যদি সাধারণ ভাবে সবাইকে কোন নির্দেশ দেন, তাহলে সেটা ফরযে আইন হবে। অন্যথায় সেটা ফরযে কিফায়া হিসাবে পরিগণিত হবে।

ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই জিহাদ চালু রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে-ইনশাআল্লাহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

জালিমদের সীমাহীন জুলুম থেকে মুক্তির জন্য বর্তমানে কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া সহ পৃথিবীর বহু দেশের মুসলমানেরা জিহাদে লিপ্ত আছেন। বর্তমান পৃথিবীতে সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে সংযোজিত হয়েছে-الغزو الفكري।'চিন্তাশক্তির লড়াই'। এ বিষয়ে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদেরকে ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি ভিত্তিক ও দাঁতভাংগা জওয়াব দিতে হবে। পাশ্চাত্য বা দূর প্রাচ্যের লোকেরা আমাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে চিন্তাশাক্তি ও কুটকৌশলকে বেশী বেশী করে কাজে লাগাচ্ছে এবং এতে অনেকাংশেই তারা সফলকামও হয়েছে। অমুসলিমদের সব রকমের চিন্তা, কথা, কৌশল ও তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত থাকার জন্য এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ শুনন "তোমাদের উপরে যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয়' (বাকারাহ ২১৬)। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র আরও বলেন-

"হে নবী! আপনি কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাঁদের উপর কঠোর হউন। তাদের আবাসস্থল হ'ল জাহান্নাম। আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল(তওবা ৭৬)। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, " যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করল না কিংবা জিহাদ করার কোন সংকল্প বা ইচ্ছাও পোষণ করল না সে এক ধরণের নেফাকের (মুনাফিক) অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল" (মুসলিম)।

প্রিয় নবী (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেন, " আমার উম্মতের মাঝে একটা দল থাকবে যারা হকের পথে যুদ্ধ করবে এবং বিরোধী পক্ষের উপরে বিজয়ী হবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে' (আবু দাউদ)।

এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা শুনুন-'

'হে মুমিন গণ! অমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের কথা বলে দিব যা তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে? উহা এই যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা বুঝ'

(সুরা ছফ-১০)।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন-

"তোমরা কি ধারণা করেছ যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনও জানেন না তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল, (আলে-ইমরান-১৪২)।

মানুষের মাঝে এরূপ ধারণা থাকতে পারে যে, ইসলামে জিহাদটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কাজ নয়, যা না করলেই নয়; বরং এটা করলেও চলে না করলেও কিছু যায় আসেনা। এই ভুল ধারণাকে খন্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রয়োজনীয় কোন ওযর ছাড়াই গৃহে বসে থাকা মুসলমান এবং স্বীয় জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদগণ সমান হ'তে পারে না। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের পদ মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবেশন কারীদের চেয়ে এবং আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে ঘরে উপবেশন কারীদের উপরে মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন" (নিসা-৯৫)।

আল্লাহতায়ালা জিহাদ পরিত্যাগকারী, অলস, আরামপ্রিয়, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের আদর যত্নে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের ব্যাপারে সর্তকবাণী উচ্চারণ করে বলেন, হে রাসূল! 'তুমি বলে দাও তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন কর, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা অধিক ভালবাস ইত্যাদি যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তার রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' (তওবা ২৪)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ ও বর্ণিত হাদীছ গুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

http://islaminonesite.wordpress.com

(১) মুমিনদেরকে সর্বদা জিহাদ করতে হবে।

(২) কোন কোন সময় জিহাদ 'ফরযে আইন' হয়।

(৩) সাধারণ ভাবে জিহাদ 'ফরযে কিফায়া'।

(৪) জিহাদ ত্যাগকারী আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হবে।

(৫) জিহাদ না করলে বা জিহাদের ইচ্ছা পোষণ না করলে মুনাফিকের মৃত্যু হবে।

(৬) আল্লাহ্‌র নিকট মুজাহিদদের জন্য উত্তম পারিতোষিক আছে।

(৭) জিহাদ বিরামহীনভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

(৮) জিহাদ ধন-সম্পদের মাধ্যমে হয়।

(৯) জিহাদ জীবন দিয়ে হয়।

(১০) জিহাদ মুখের ভাষা দিয়ে হ'তে পারে, কখনও বা হ'তে পারে কলমের মাধ্যমে।

(১১) চিন্তাশক্তি দিয়েও জিহাদ করতে হবে।

পরিশেষে যেটা বলতে চাইব সেটা হ'ল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জান, মাল, কথা, কলম ও সংগঠন-এর মাধ্যমে জিহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আমরা যে বিষয়ে বেশী পারঙ্গম সে বিষয়টিকে আমরা জিহাদের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করব। আল্লাহ বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সাধ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় কর"। কাজেই যার যতটুকু ক্ষমতা আছে তা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ও দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যয় করতে হবে। আর যে কোন সময় জিহাদের ডাক আসলে তাতে দ্রুত শরীক হওয়ার জন্য মানসিক ও আন্তরিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এটাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য এবং জিহাদী কাজে সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করার জন্য তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণও জাতীয় জীবনে
প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়

মুহাম্মাদ হারূণ

জাতীয় জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ মানব হৃদয়ের একান্ত কামনা। বলা যায় ইহা মানব প্রকৃতির নিজস্ব দাবী। এজন্য প্রত্যেক মানুষের ভিতরে একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে। শুধু ব্যাকুলতাই নয়, ইহা লাভের জন্য সর্বত্র প্রতিযোগিতা ও প্রাণান্ত কোশেশ অব্যাহত রয়েছে। পার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠা ও বৈভব লাভই যেন একমাত্র প্রাণের দাবী। এরই উপরে সকল জ্ঞানী-গুণীর জ্ঞান সাধনা, প্রভাব-প্রতিপত্তির লড়াই চলছে। যাবতীয় চিন্তা-চেতনা ও কর্মের সমাপ্তি সৌধ এরই উপর নির্মিত হচ্ছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেন যেন মানুষের ব্যাকুলতার অবসান ঘটছেনা। ক্রমাগতই যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েই চলেছে। তবে কি আশার তরী তটে ভিড়বে না। জাতীয় জীবনের অতীত হৃত গৌরব কি পুণরুদ্ধার সম্ভব নয়? সকল আশা ও প্রচেষ্টা কি আত্ম প্রবঞ্চনায় রূপ নেবে? আর জাতি কি মিছে মরীচিকার পিছনে প্রাণ পাত করবে?

এ সকল প্রশ্ন কি শুধু আমার? না, দেশের হাজারো বেদনা ক্লিষ্ট সন্ধানী বিবেকের? সকলের হৃদয়বাগে অসংখ্য প্রশ্নের গাঁথুনিমালা। তবে এর সমাধান কোথায়? কোন পথ ও পদ্ধতির যাদুমাখা তেলেস্‌মাতিতে সবার ঘোর কাটবে? আশা সঞ্চিত হৃদয়ের স্বস্থির নিঃশ্বাসে জাতির পত্র-পল্লব সবুজের ডানায় মেতে উঠবে?

হ্যাঁ- সমাধান নিশ্চয়ই রয়েছে। আর তা হচ্ছে মহান স্রষ্ঠার নির্ধারিত পথ আঁকড়ে ধরা। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার প্রেম ও অনুগ্রহ সর্বাধিক। সেই প্রেমের ফল্গুধারায় প্রবাহিত অফুরন্ত শান্তির নীড় 'ছিরাতে মুস্তাকীম' আল-ইসলাম। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-ইসলাম মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ। যাতে রয়েছে মানব জীবনের পুংখানুপুঙ্খ সুষ্ঠ, সুন্দর ও পরিপূর্ণ সমাধান। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা- شرع لكم من الدين ما وصىّ به نوحاً والذي اوحينا اليك (الشورى- ١٣) " তোমাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বীনের এই সমস্ত ব্যাপার গুলোকে নির্দিষ্ট করেছেন যার ব্যাপারে নূহ (আঃ) কে উপদেশ দিয়েছেন এবং যা আমি তোমাকে অহি দ্বারা নির্দেশ দিয়েছি। *(শূরা -১৩)*

এ পথ সর্বশেষ অহির পথ। এ পথে কোন বাতুলতা নেই। নেই কারো অংশীদারিত্বের বড়াই। ইহা সম্পূর্ণ পূত ও পবিত্র মহা মহিম আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্য সুনির্ধারিত। আল্লাহ বলেন- ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله – (الشورى- ٢١)

" তাদের কি কোন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য ঐ হুকুম সমূহ তৈরী করেছেন, যা আল্লাহ পাক অনুমতি দেন নি! *(শূরা-২১)*

আল্লাহ প্রদত্ত শ্বাশত এই পথ হ'তে বিচ্যুতিই জাতির অধঃপতনের মূল কারণ এই বিচ্যুতির পথ ধরেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দুর্গন্ধ কর্দম যুক্ত ভেলা ভেসে এসেছে এবং জাতির প্রতিটি গ্রন্থিতে পচনশীল ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিকার আবশ্যক। নতুবা এই পথেরই ভস্মস্তুপে চাপা পড়ে যাবে জাতির ধ্বংসযজ্ঞের করুণ ইতিহাস।

কিন্তু এই বন্ধুর পথে পাড়ি জমাবার পূর্বে চাই ছহীহ আক্বীদা সম্বলিত ঈমানের পূণঃ জাগরণ। প্রত্যয় দৃঢ় বিশ্বাসীরাই কেবল এই কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াতে পারে। নড়বড়ে বিশ্বাস দিয়ে জাতির উত্থান কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ জন্য ইসলাম কতিপয় মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকেই তার প্রধান ও মৌলিক স্তম্ভ হিসাবে উল্লেখ করেছে। আর এই মৌলিক শর্তটির প্রতি একান্ত অনড় বিশ্বাসকে জাতির উত্থান ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র আবশ্যিক পূর্ব শর্ত রূপে পরিগণিত করেছে।

আত্ম বিশ্বাস জাতিকে একটি গঠন মূলক কাজে ও সুষ্ঠু, সুন্দর সমাজ বিনির্মানে উদ্বুদ্ধ করে। আত্ম বিশ্বাস সঠিক চিন্তার জন্ম দেয়। আর এটা অতীব সত্য যে, সঠিক চিন্তা থেকেই ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজের উৎপত্তি হয়। কথায় বলে " যেমন বিশ্বাস, তেমন কাজ'।

একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, কর্মের স্থিতিশীলতা বিশ্বাসের উপরেই নির্ভরশীল। দুনিয়া পাওয়ার ব্যাকুলতা যার ভিতরে আছে, সে দুনিয়াই পেয়ে থাকে। আবার আখেরাত মুখীতা যার যত বেশী, সে তত আখেরাতের কর্ম সম্পাদন করে পরকালীণ উত্তম পাথেয় সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। এটা তার বিশ্বাসের ফলেই হয়ে থাকে।

অতঃপর একান্ত আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে জ্ঞানের পুষ্টিসাধন। সঠিক জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ্তি ছাড়া জাতীয় সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি পাওয়া দূরাশাই মাত্র। নিরেট মূর্খ বা অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আত্ম সচেতনতার সন্ধান মেলা খুবই দূরুহ ব্যাপার। মানুষের মধ্যে তার মনুষ্যত্ব বোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। কেননা এই অনুভূতিটুকুই তার বিশেষ চালিকা শক্তি। আর এই মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তোলার অনন্য মাধ্যম হচ্ছে জ্ঞান সাধনা।

তবে এই জ্ঞান ও বিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ হ'তে হবে। পাপ পঙ্কিলতা ও গোঁড়ামী মুক্ত হতে হবে। দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিত মনোবৃত্তি নিয়ে অধ্যবসায় করতে হবে। যেখানে স্বচ্ছ মননশীলতা বিরাজমান নেই, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানের দীপ্ত মশাল প্রজ্জলিত হতে পারে না। আর এটা ধ্রুব সত্য যে, কোন জ্ঞান পাপীর দ্বারা জাতি গঠন আদৌ সম্ভব নয়। বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যদি কোন জ্ঞানী হন আত্ম প্রতিষ্ঠাকারী বা আমিত্বের অন্ধ পুজারী, তা হলে সেটা হবে একটি জাতির জন্য রীতিমত দুঃখজনক। জাতি চায় উন্নত মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞানীদের । যারা হবেন ত্যাগী,দেশ প্রেমিক ও ন্যায়-নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল।। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন খাঁটি দেশ ও জাতি প্রেমিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান । এ জন্য ইসলামের প্রথম ঘোষণা-إقرأ باسم ربك الذي خلق – (العلق- ١)

'পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন *(আল-আলাক-১)*।" জ্ঞানের পরিচর্যা এ জন্যই যে, সত্যের সঠিক উপলব্ধি ব্যতীত কখনই নিবেদিত প্রাণ হওয়া যায় না। আর

http://islaminonesite.wordpress.com

এটাও সত্য যে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছাড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এই উপলব্ধিটুকু জ্ঞানের মাধ্যমেই আসে। আল্লাহ্‌র ঘোষণা- تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعلمها الا العالمون-(العنكبوت-٤٣) ' এই সকল উদাহরণ আমি কেবল মানুষের জন্য দেই। কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বুঝে" *(আল- আনকাবুত-৪৩)* ।

ভাল-মন্দের তারতম্য যথার্থ উপলব্ধি জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এ প্রভেদ জ্ঞানটুকু না থাকলে জাতীয় কল্যাণ সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই ইসলাম মানুষের উপলব্ধি বা অনুভূতি স্থলে মৃদু কড়া নেড়ে তন্দ্রালু জাতিকে জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছে। তার এই মৃদু করাঘাতে যে বা যারা যখনই জাগ্রত হয়েছেন, তিনি এই জগত মাঝে আপন কর্মে সিদ্ধি অর্জন করেছেন। কিন্তু যারা অবহেলাবশতঃ আলস্যের চাদর মুড়ি দিয়ে নিদ্রা যাপন করেছেন, তারা এ ভাবেই অজ্ঞাতসারে দিবালোকের সৌন্দর্যচ্ছটা হতে মাহরূম হয়েছেন।

ইসলাম মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে স্পষ্টতই একথা বুঝিয়ে দিতে চায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর দ্বীন তাদের জন্য কল্যাণবহ জীবন বিধান। এই বিধান পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর আপন শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে স্বকীয় থাকতে চায়। এটাই এই বিধানের একান্ত দাবী। আর এ দাবী পুরণের গুরুদায়িত্ব আল্লাহ এই মানুষকেই প্রদান করেছেন। মানুষ তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকলেই তা অধিকতর সহজ হবে এবং আল্লাহর সাহায্য লাভে তাঁরা ধন্য হবেন। সাথে সাথে দ্বীন তথা আল্লাহর বিধান বিজয়ী বেশে প্রকাশ লাভ করবে।

এই দায়িত্ব মানুষের উপর আল্লাহ্‌র খাছ আমানত। পবিত্র এই আমানতের যথার্থ সংরক্ষণ রীতিমত তাদের প্রতি একটি কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা যাবে না। আল্লাহর রহমত পেতে হ'লে মানুষকে আপন কর্তব্য নিষ্ঠা সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি নিয়ে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হবে। তবেই কেবল আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হবে, অন্যথায় নয়। এরশাদ হচ্ছে- ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض - (محمد- ٤) "যদি আল্লাহ পাক চাইতেন, তবে সহজেই তিনি তাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের মধ্য হ'তে একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে" *(সূরা মুহাম্মাদ - ৪)* ।

মানুষকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, জাতীয় পর্যায়ে আমি যে দ্বীনের সৌধ নির্মান করব, তা যেন একজন দক্ষ ও নিপূণ শিল্পীর মসৃণ কারুকার্য সদৃশ হয়। কখনও যেন অপরিপক্ক হাতের কাচামাটির খেলাঘরে পরিণত না হয়। অর্থাৎ সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে যারা পরিচালক হবেন, তাদেরকে অবশ্যই দ্বীনের খাঁটি সেবক হ'তে হবে এবং দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হ'তে হবে। এখানেও তাঁর জ্ঞানের স্বচ্ছতা থাকা চাই। অনুরূপ ভাবে যারা পরিচালিত হবেন, তাদেরকেও হ'তে হবে দ্বীনের এক একজন খাঁটি অনুসারী। হ'তে হবে ভেজালমুক্ত জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাসিত এক এক জন উন্নতমানের ব্যক্তিত্ব। শুধু শিল্পী ভাল হলে হবে না; শিল্পের যাবতীয় উপকরণ তথা রং-তুলি উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের হওয়া চাই। তাই দ্বীনের সৌধ স্থাপন করতে হবে সঠিক আক্বীদার ভিত্তি মূলে। নতুবা অনায়াসে এই সৌধ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই ধ্বংস স্তুপে চাপা পড়ে ইসলাম আর্ত বেদনার উদ্‌গীরণ করবে।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভের এই উপলব্ধিটুকু দ্বীনের সঠিক বুঝ থেকেই আসবে। আর যখন উপলব্ধি শক্তি জাগ্রত হ'বে, তখনই একজন মানুষ তার আপন কর্ম স্থির করে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। পরক্ষণে এই সংকল্পই তাকে তার উদ্দেশ্য পথে অনেক দূর এগিয়ে দেবে। একথা বলাই বাহুল্য যে,এ রকম আত্ম সচেতন ব্যক্তিরাই হন জাতির আদর্শ নির্মাতা। তাঁদের দ্বারাই জাতি আশাতীত সুফল লাভ করে থাকে। *[চলবে]*

কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (ক্বাছীম, রিয়াদ)
অনুবাদঃ আখতারুল আমান

কাপড় গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে রাখা যদি অহংকার বশতঃ হয়ে থাকে, তা হলে তার শাস্তি হ'ল রোজ ক্বিয়ামতে আল্লাহ তাঁর দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না। আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কিন্তু যদি এহেন কাপড় ঝুলানো দ্বারা অহংকার উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে তার শাস্তি হ'ল গিঁটের নীচে যে পরিমাণ কাপড় নামবে (ঝুলবে), সেই পরিমান (অঙ্গ) অগ্নিদগ্ধ করে শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন- " তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ রোজ ক্বিয়ামতে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না, (এমন কি) তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ঐ তিন ব্যক্তি হ'লঃ

১- যে ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।

২- ইহসান করে যে আবার উহা স্মরণ করিয়ে দেয়,

৩- এবং যে মিথ্যা কসম খেয়ে আপন পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে।

নবী করীম (ছাঃ) আর ও বলেছেন- " যে তার কাপড়কে অহংকার বশতঃ (ঝুলিয়ে) টানবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

এই বিধান ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলায়। আর যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা অহংকার উদ্দেশ্য না করে, তার সম্পর্কে ছহীহ বুখারীতে বর্ণনা এসেছে যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন- দু'গিঁটের নীচে লুঙ্গির যে পরিমাণ অংশ গড়াবে সে পরিমাণ (শরীর) জাহান্নামে যাবে।"

এই বিধানকে অহংকারের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। পূর্বোক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে তার সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করাও শুদ্ধ হবেনা। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-" ঈমানদারদের লুঙ্গি তার নিস্‌ফে সাক্ব অর্থাৎ হাটু ও গিরার মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। আর হাটু ও দু'গিঁটের মাঝখানের যে কোন স্থানে কাপড় (ঝুলিয়ে) রাখলে কোন দোষ নেই।

আর এর চেয়ে নীচে যা হবে, তা আগুনে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার লুঙ্গিকে অহংকার বশতঃ (ঝুলিয়ে) টানবে, আল্লাহ তার দিকে ক্বিয়ামত দিবসে তাকাবেন না (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আত্‌-তারগীব ওয়াত্‌-তারহীব-এর 'পোষাক পরিচ্ছদ' অধ্যায়ের ৮৮ পৃঃ দ্রঃ)।

[নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ দলীল দ্বারা সাধারণ হুকুম সাব্যস্ত করে গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলানো বৈধ করা যাবে না] মুত্বলাক তথা সাধারণ বিষয়কে মুক্বাইয়্যেদ তথা কোন নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ হুকুমের উপর ভিত্তি করা যাবে না। কেননা তার অন্যতম একটি কারণ এই যে, উভয়টির কাজ ভিন্ন এবং উভয়টির শাস্তি ও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই যখনই হুকুম ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন হবে, তখন সাধারণকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করা যাবে না। অন্যথায় এর দ্বারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে।

আর (কাপড় ঝুলানোর বৈধতার পক্ষে) হযরত আবুবকর (রাঃ) এর হাদীছ পেশ করা হলে, তদুত্তরে আমরা বলবঃ দু'দিক বিচারে উক্ত হাদীছে আপনার পক্ষে কোন দলীল সাব্যস্ত হবে না।

প্রথমতঃ

আবু বকর (রাঃ) বলেছেন-' আমার কাপড়ের এক [illegible] তবে যদি উহা বারংবার উঠাই তা হলে [illegible] এদের [illegible] গেল যে, তিনি (স্বেচ্ছায়) [illegible] কাপড় ঝুলান নি; বরং তা এমনিতেই [illegible] ঝুলে যেত। আর তিনি তা বারংবার উঠিয়ে [illegible] চেষ্টা করতেন।

আর যারা (গিঁটের নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে পরেন এবং বলেন- তাদের উদ্দেশ্য অহংকার নয়। আমরা তাদেরকে বলবঃ যদি [illegible] আপনাদের

কাপড়কে পায়ের দু'গিঁটের নীচে ঝুলাতে চান (বা ঝুলান) তা হলে আপনারা আগুন দ্বারা শাস্তির শিকার হবেন সেই অংশে, যা গিঁটের নীচে নেমেছে।

আর যদি অহংকার বশতঃ আপনারা আপনাদের কাপড়কে (গিঁটের নীচে) টানেন, তা হলে এর চেয়ে বড় শাস্তির শিকার হবেন। (আর তা হ'ল এই যে) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাদের সাথে কথা বলবেন না, আপনাদের দিকে তাকাবেন না, আপনাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না। আর আপনাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয়তঃ

আমরা একথা বলব যে, স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সার্টিফাই করেছেন এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি (আবু বকর (রাঃ) ওদের অন্তর্ভুক্ত নন, যারা তা করে (অর্থাৎ অহংকার করে)। কিন্তু (যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরার পক্ষপাতি) তাদের কেউ কি আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় অনুরূপ সার্টিফাই ও স্বাক্ষ্য পেয়েছেন, যা আবু বকর (রাঃ) পেয়েছিলেন?

পরিতাপ এই যে, শয়তান কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য কিতাব ও সুন্নাহ্র অস্পষ্ট কথা গুলির অনুসরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, যাতে তারা স্বীয় সম্পাদিত কর্ম গুলিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে পারেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান, সোজা সরল পথের হিদায়াত দান করে থাকেন। আমরা আমাদের ও তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করছি।

আসুন!
পবিত্র কুরআন
ও
ছহীহ হাদীছের
আলোকে
জীবন গড়ি॥

কবিতা

জ্ঞান কাননে

- আবু লুবাবা

প্রশ্নবানে বক্ষ বিদীর্ণ আজ
ক্রমে চলেছে অস্তাচলে
জীবন প্রদীপ, তবুও খুঁজে
ব্যাকুল হৃদয় মুহূর্তের জন্য
শান্তি, পরম শান্তি।
কোথা সেই স্বর্ণ হরিণ
কোথা তার মিশ্‌কে আম্বর?
হতাশা মুহ্য জাতি, চাহে নয়ণ
স্থিতি, অঘোরে ঝরে যেন
না যায় প্রাণ।
দেখিবারে চায় আঁখি তাঁর
এই সমাজ যেন পারিজাত সদৃশ্য
এক অপূর্ব কানন।
কিন্তু উপায় কি তার?
বিরাজিত যেথা ঘোর অমানিশা
আঁধার পেরি দিগন্ত রেখার
ঘটতে পারে কি সহসা উন্মেষ!
কত হেরি পন্থ সজ্জিত যেথা
কত আযাযিল। যবনিকার তরে
শান্তিতে দেখি ভোতা সমশের।
হাঁক ছাড়ি কহে বারেক ফির দেখি
পূবগগনে উঠিছে কিবা
আশার প্রদীপ, যেন ফুটন্ত গোলাপ।
ছুটেছে অনেক মিছে মরিচিকা পানে
নগদের প্রত্যাশায়-
কাল যায়, ক্ষণ যায়, তবু জীর্ণ-শীর্ণ
দেহাবশেষ মুড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমে
যেন সফেদ কফিনে লাশ।
তবে কি তার, নেই প্রতিকার
প্রকৃতি কি নিখর- নিঝ্‌ঝুম-
প্রশ্ন বানেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাব
উত্তর খুঁজে পাব না কদাচ?
এহেন ক্ষনে শুনি খট্ খট্ শব্দে
দিক যন্ত্রের নির্দেশনায় মসী হস্তে
আসিতেছে আত্-তাহরীক
সু-সজ্জিত এক যোদ্ধাবেশে-
গুমরে মরছে যেথা সন্ধানী বিবেক
জ্ঞান কাননে বারি সিঞ্চিতে অবশেষে।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

আবু বকর (রাঃ)

ইবনে আহমাদ

নবী-রাসূলের পরে মানবমন্ডলীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)। বহু বিধ মানব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। ইসলাম-পূর্ব যুগে যেমন জাতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন, তেমনি ইসলামের নামক নেয়ামত নিঃসংকোচে লুফে নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন এবং নিজেকে করেছিলেন সৌভাগ্যবান। কর্তব্য পরায়ণতা এবং আর্দশ নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের আদর্শ। দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় তিনি উদার মনোবৃত্তি ও সরল চিত্তের এক অনুপম ব্যক্তিত্ব হিসাবে জন সাধারণ্যে সমধিক সমাদৃত ছিলেন।

কর্মে একাগ্রতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা, মু'আমালাতে সহাস্য ও একান্ত স্বচ্ছতা, ব্যবহারে বন্ধু বৎসলতা, মিষ্টবচনের চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা, বিচার মীমাংসায় ন্যায়-পরায়ণতা, সমর কৌশলে নিপুণতা, ক্ষমা পরায়ণতা এসবই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দেব-দেবী, প্রতিমা পূজারী আরব বেদুঈন সমষ্ঠির মাঝে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ঐতিহাসিক সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পৌত্তলিক শ্রেণীর মাঝে সেকালেও এমন কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, যারা হাতে গড়া পুতুল পুঁজার প্রতি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা পোষণ করতেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণ পূর্বক স্বীয় জীবনকে সম্পূর্ণ ইসলামী ছাঁচে গড়ে তুলে ছিলেন। ইসলামের প্রতি আনুগত্যে তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের প্রচার কার্যে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুবকর। পিতার নাম ওছমান বিন আমের আবু কোহাফা। (মারিফাতুস সাহাবা১/১৫০ পৃঃ)। মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে ছখর বিন আমের উপনাম উম্মুল খায়ের। [হযরত আবু বকর (রাঃ)ঃ হোসাইন হাইকল] হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নাম ও নাম করণ প্রসঙ্গে একাধিক ঐতিহাসিক উক্তির সন্ধান মেলে।

কেউ বলেছেন- তাঁর ইসলাম পূর্ব নাম ছিল আব্দুল কা'বা। অতঃপর ইসলাম গ্রহনান্তে মহানবী (ছাঃ) তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ [হোসাইন হাইকলঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)] কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম 'আতীক' বলে ও উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য আতীক ছিল তাঁর উপাধি।

অবশ্য কেউ কেউ অধিক সুন্দর হওয়ার কিংবা উন্নত বংশীয় মর্যাদার কারণে 'আতীক' বলে ডাকতেন। (সৈয়ূতীঃ তারিখুল খুলাফা পৃঃ ২৭)।

এ প্রসঙ্গে মা আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসিতা হয়ে বললেন যে, একদা মহানবী (ছাঃ) তাঁর প্রতি ইশারা করে উক্তি করে ছিলেন- هذا عتيق الله من النار (আল্লাহ্‌র এ বান্দাহ জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্ত(তিরমিযী, মিশকাত হা/)।

আবু বকর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার প্রকৃত কোন প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একথা অতীব সত্য যে, তিনি ইসলাম গ্রহণোত্তর উপনামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আর 'ছিদ্দীক" তাঁর বৈশিষ্ট্যগত উপাধি। ছিদ্দীক বলা হয় চরম সত্যবাদীকে। তিনি ছিলেন সত্যের চির সেবক, নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণকারী ও রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজের অলৌকিক ঘটনার প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাসী। তাঁকে ছিদ্দীকে আকবর বা মহান সত্যবাদীও বলা হয়।

তিনি ছিলেন মক্কার সু-উচ্চ কোরায়শ বংশোদ্ভূত। রাসূল (ছাঃ)- এর বংশক্রমবিন্যাসের অষ্টম পুরুষ মুররা। এই মুররার সাথে যেয়ে তাঁর বংশ সূত্র মিলিত হয়েছে। তাঁর বংশ তালিকা এই- "আবুবকর ছিদ্দীক বিন ওছমান আবু কোহাফা বিন আমের বিন কা'আব বিন সা'আদ বিন তায়েম বিন মুররা।'

শৈশব ও যৌবন কালঃ

তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যৌবন কাল ছিল কর্ম ব্যস্ত ও ঘটনাপুঞ্জে ভরপুর। অসাধারণ ব্যক্তিত্বই

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁকে যৌবন বয়সে কোরায়শকুলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চাসন দান করেছিল। তিনি ছিলেন বনু তায়েম বিন মুররা গোত্রের লোক।

মক্কার সামাজিক শৃংখলা অনুযায়ী তাঁর গোত্রের উপরই অর্পিত ছিল 'রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ" আদায়ের দায়-দায়িত্ব। যৌবনে তিনি এই দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ সম্পর্কীয় তাঁর ফায়ছালা কোরাইশেরা নির্দ্বিধায় শিরোধার্য্য করে নিত। কেননা সে সময়েও তাঁর বিচার মীমাংসা ছিল পক্ষপাতমুক্ত ন্যায় নিষ্ঠ ও আন্তরিক। তিনি ছিলেন এতই বিশ্বাস ভাজন যে, রক্ত পণ লব্ধ যাবতীয় অর্থ তাঁর নিকটই গচ্ছিত থাকত, অন্যের নিকট হস্তান্তর হ'লে কুরাইশেরা তা মেনে নিত না।(হযরত আবু বকর (রাঃ)ঃ হোসাইন হাইকল)।

ইসলামে দীক্ষা লাভঃ

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হ'তেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হন। একই পাড়ায় বসবাস ও ব্যবসায়িক সূত্রে এই পরিচয় ঘটে। তাঁদের এই নিবিড় বন্ধন পারস্পরিক সখ্যতার ফলশ্রুতি নয়, বরং ইহা ছিল আত্মিক সম্বন্ধ সদৃশ। বয়সেও ছিলেন দু'জন একেবারে কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর চেয়ে আবু বকর (রাঃ) দু'বৎসর কয়েক মাসের ছোট ছিলেন। সমবয়স্কতা ও চারিত্রিক সদৃশতা তাঁদেরকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। বিশেষতঃ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যেমন কোরায়শের ভ্রান্ত আক্বীদা ও প্রতিমা পূজার নিন্দাবাদ করতেন এবং যাবতীয় বদ অভ্যাস থেকে মাহফূয ছিলেন, আবুবকর (রাঃ) -এর দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল একই রূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে তাঁর এই আন্তরিক বন্ধন ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে দেয়। ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথে নিঃসংকোচে বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি ইহা কবুল করে নেন। ইসলামানুগত্যে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ততার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বিরল।

ইসলামের পথে দাওয়াতঃ

ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি তাঁর জীবনকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুনিয়াবী ধ্যান-ধারণা তাঁকে এ মহান খিদমত থেকে তিল পরিমাণও সরাতে পারেনি। তিনি তাঁর আপন কর্তব্য একান্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে চলতেন।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে বাধা-বিপত্তির অন্ত নেই। এ পথে পা বাড়ালে তথাকথিত সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। মান ও মর্যাদা হয় ক্ষুন্ন। এটাই স্বাভাবিক। অথচ আবু বকর (রাঃ) এ সবের মোটেও তোয়াক্কা করেননি। বরং দৃঢ় চিত্তে পূর্ণ সাহসিকতা নিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যান। তাঁর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর সামাজিক প্রভাব ছিল খুবই উন্নত ও মর্যাদা পূর্ণ। তাঁর এই পরিচিতি ও প্রভাব ইসলামের খিদমতে আশাতীত সুফল দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে ও তাঁর দীক্ষায় আবু বকর (রাঃ) অনেক দূর এগিয়ে যান। বলা যায় ইসলামী সৌধের নিপুণ শিল্পী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রধান বিশ্বস্ত সহযোগী ও আদর্শ নির্মাতা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)।

পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলিম এই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ। তার সঞ্চিত সমুদয় সম্পত্তি ইসলামের প্রচার ও আর্ত-মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন। ইনফাক ফি সাবী-লিল্লাহ্‌য় তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে। জান ও মালের কুরবানীতে কোন প্রতিযোগীই কোন কালে তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি।

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ)-আমাদের সাদকা করার আদেশ করেন, এমতবস্থায় আমার নিকট অর্থ ছিল। তখন আমি বললাম দানে আবুবকর-এর চেয়ে বেড়ে যাব যদি আজ বেড়ে যেতে পারি। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার অর্থের অর্ধেক রাসূলের নিকট নিয়ে আসলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখেছ? আমি বললাম অর্ধেক রেখেছি। পরে আবু বকর ছিদ্দীক তাঁর সমস্ত-অর্থ নিয়ে আসলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-তাঁকে বললেন- হে আবু বাকর তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখেছ? তিনি বললেন আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন আমি বললাম

http://islaminonesite.wordpress.com

কোন দিন আমি আবুবকরকে দানে পরাজিত করতে পারবনা (তিরমিযী)।

মানবতার কল্যাণে ও ক্রীতদাস মুক্তিতে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রগামী। ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কার পৌত্তলিকগণ কর্তৃক নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহিত হযরত বেলাল ও আমের বিন ফাহিরাকে (রাঃ) মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার মাঝে তাঁর এহেন ঔদার্য্যের দৃষ্টান্ত মেলে।

ইত্তিবায়ে রাসূল (ছাঃ)ঃ

আনুগত্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা তাঁর মাঝে বিরাজিত ছিল । বলা যায় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রিসালতের সূচনা হ'তে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সর্বাধিক বিশ্বস্ত সঙ্গী ও সকল দুর্দিনের পরম হিতৈষী বন্ধু। ইসলামের প্রাথমিক যুগ সন্ধিক্ষণ ছিল কতইনা বেদনাময়! ইসলাম প্রচার কার্যে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর প্রাথমিক যুগের একান্ত সহচরবৃন্দ কত যে দুঃখ-কষ্ট, ও যাতনা সহ্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এ সমস্ত ঘটনার বর্ণনা কালে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। কলমের কালি শুকিয়ে অনায়াসে থেমে যায়। বাক হয় রুদ্ধ। যেন হতবুদ্ধ এক জড় পিন্ড। এ কঠিন মুহূর্তে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমীপে দু'জন মহান ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হিসাবে উপস্থিত হন। তাঁদের প্রথম হলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং অপর জন হলেন হযরত ওমর(রাঃ)। বাইরের যাবতীয় সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য তাঁরা ছিলেন উৎসৃষ্ট প্রাণ । আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই আকাশে দু'জন ও যমীনে দু'জন করে উযীর থেকেছে। আমার জন্যও আকাশে উযীর হচ্ছেন জিবরাঈল ও মিকাঈল এবং যমীনে উযীর হচ্ছেন আবুবকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ) (তিরমিযী)।

যে কোন দুঃখ-কষ্টে হযরত আবু বকর(রাঃ) সম ব্যথিত হতেন। বলা যায়, তিনি কোন এক মুহূর্তের জন্যও রাসূল (ছাঃ) হ'তে দুরে অবস্থান করেন নি। তাঁর সাহসী ভুমিকার বহু দৃষ্টান্ত হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিনুল 'আছকে রাসূলের সাথে মুশরিকদের জঘণ্যতম ও কঠোর আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি ওকবা ইবনে আবি মুঈতকে রাসূলের নিকট আসতে দেখলাম এমতাবস্থায় যে তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। অতঃপর সে তার চাদর রাসূলের কাঁধে রেখে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। আবু বাকর তাঁর নিকট আসলেন এবং তাকে রাসূলের নিকট হতে সরিয়ে দিলেন। আর বললেন তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে যিনি বলেন আমার প্রতিপালক আল্লাহ্? অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট হতে দলীল সহকারে তোমাদের নিকট এসেছেন (বুখারী)।

তাঁর এই মহান খিদমত ও ত্যাগের কথা চমৎকার ভাবে হাদীছে এসেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'আবু বকর ব্যতীত যে যত টুকু সহযোগিতা করেছে, আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। তার সহযোগীতা আমার নিকট রয়েছে, যার প্রতিদান আল্লাহ তাআলা বিচারের দিন দিবেন। আবু বকরের অর্থ আমার যত উপকার করেছে আর কারও অর্থ তত উপকার করেনি (তিরমিযী)।

নবদীক্ষিত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর যখন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং হিজরত ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকেনা, তখন মহানবী (ছাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরামর্শ ও নির্দেশ দান করেন। সে সময় অনেক ছাহাবী হিজরত করতঃ নাজ্জাশীর দরবারে সমবেত হন। কিন্তু এই দুর্দিনে হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছেড়ে অন্যত্র হিজরতে সম্মত হলেন না। বরং একান্ত দরদী সাথী হিসাবে যাবতীয় অসহনীয় দুঃখ ও দুর্দশা সহ্য করে তাঁকে পূর্ণ সাহচার্য দান করলেন। পৃথিবীর ইতিহাস অনেক বেদনা-বিধূর, ত্যাগ-তিতীক্ষার ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার সন্ধান মেলে। তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এই ত্যাগের সাথে কোনটির সাদৃশ্য বিধান করা যায় না। বরং ইহা নির্দিধায় বলা যায় যে, তিনিই পরবর্তী সকল ত্যাগী সহৃদয় মানুষের জন্য প্রথম দৃষ্টান্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

স্থাপনকারী এক অনুপম আদর্শ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তাঁর সমকক্ষতা সুদূর পরাহত। তিনি রাসূলের (ছাঃ) বাণীর প্রতি নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে তাৎক্ষণিক সম্মতি জ্ঞাপন করতেন। কখনই তাঁর পক্ষ হ'তে কোনরূপ সংশয় বা ইতস্ততঃ ভাব পরিলক্ষিত হয় নি। হযরত (ছাঃ)-এর মে'রাজের ঘটনার প্রতি প্রথম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন তিনিই। জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন, "যদি স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ) ফরমিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিঃসন্দেহে ইহা সত্য ও যথার্থ। আল্লাহ যদি নিমিষে আকাশ হতে অহি নাযিল করতে পারেন, তাহলে এক রাত্রে মক্কা হ'তে বায়তুল মুকাদ্দাস ঘুরিয়ে আনা কি করে অসম্ভব হ'তে পারে?"

তাঁর এই অনড় বিশ্বাস ও দ্ব্যর্থহীন উক্তির ফলে এ বিষয় সম্পর্কিত সন্দেহের যাবতীয় ধুম্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় ও প্রত্যয়দৃঢ় হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে-তিনি যদি এহেন ক্ষণে সময়োপযোগী এই জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন না করতেন, তাহলে হয়তোবা অনেকের পদস্খলন ঘটে যেত। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে গেলে সহজেই উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে। কেননা আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় ব্যক্তিত্বের সামান্য পশ্চাদগামিতার সুবাদে ইতিহাসের চরম বিভ্রাটই ঘটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ এ ভাবেই তাঁর দ্বীনের হেফাযত করে থাকেন। -ফালিল্লাহিল হাম্দ।

অনুরূপভাবে সকল কল্যাণকর কাজে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী। হাদীছে এসেছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে ছিয়াম অবস্থায় সকাল করেছে? আবু বকর বললেন, আমি। আল্লাহ্র রাসুল বলেন, আজ কে তোমাদের মধ্যে জানাযায় উপস্থিত হয়েছে? আবুবকর বললেন, আমি। আল্লাহ্র রাসূল বল্লেন, আজ কে তোমাদের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছিলে? আবু বকর বললেন, আমি। শেষে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার মধ্যে এই সমস্ত গুণ একত্রিত হবে সে জান্নাতে যাবে (মুসলিম)।

এ সকল মহৎ গুণের জন্য তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কাছে সবাধিক প্রিয়।

হযরত আমর বিনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) তাঁকে (সপ্তম হিজরীতে) যাতুস্ সালাসিল (অভিযান) -এর সৈন্যবাহিনীর উপর আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলেন। (তিনি বলেন,) আমি ফিরে এসে নবী (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা। আমি আবার জিজ্ঞসা করলাম, তার পর কোন্ লোকটি? তিনি বললেন, ওমর। অতঃপর আমি এই ভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে তিনি আরও কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন। এর পর আমি চুপ হয়ে গেলাম এই আশংকায় যে, সম্ভবতঃ আমার নাম সকলের শেষে পড়ে যাবে (বুখারী ও মুসলিম,মিশ. হা/৫৭৬৯)।

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, আবু বকর আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের সকলের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন (তিরমিযী,মিশ.হা/ ৫৭৭৩)।

উম্মতের প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীঃ

ইসলামের দুর্দিনে তিনি যেমন জান ও মালের কুরবানীর মাধ্যমে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তেমনি হাওযে কাওছারে রাসূলের (ছাঃ) একান্ত সাথী হবেন এবং রোজ কিয়ামতে রাসূলের পর পরই যমীন হ'তে উত্থিত হবেন। অনুরূপভাবে উম্মতের প্রথম জান্নাতে প্রবেশ কারী ব্যক্তি হিসাবে মহান সৌভাগ্যে মন্ডিত হবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ তুমি আমার (ছওর) গুহার সঙ্গী এবং হাউযে কাওছারে আমার সাথী (তিরমিযী, মিশকাত,হাদীছ সংখ্যা ৫৭৭৪)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেনঃ (কিয়ামতের দিন)

http://islaminonesite.wordpress.com

যমীন ফেটে যারা উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমি হব প্রথম, তার পর আবু বকর, তার পর ওমর। অতঃপর আমি 'বাকী' কবরস্থানবাসীদের নিকটে আসব এবং তাদের সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এর পর আমি মক্কাবাসীদের আগমনের অপেক্ষা করব। পরিশেষে উভয় হারামাইনের তথা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে (তিরমিযী, মিশকাত,হাদীছ সংখ্য ৫৭৭৮)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন ঃ একদা হযরত জিবরাঈল (লাঃ) আমার নিকটে আসলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে বেহেশতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যেই পথে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, কতই না আনন্দিত হতাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি আপনার সঙ্গে থেকে উক্ত প্রবেশদ্বারটি দেখতে পারতাম। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জেনে রাখ, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে (আবুদাউদ, মিশ,হা ৫৭৭৯)।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মহান জীবনেতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ্র সর্বশেষ অহি ভিত্তিক আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে এগিয়ে আসা প্রত্যেক মুমিনের নৈতিক দায়িত্ব। অতএব, আসুন! নবীর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে আবু বকর (রাঃ) ন্যায় আদর্শ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসাবে নিজের জীবন গড়ে তুলি॥

'আত- তাহরীক' এ
লেখা পাঠান,
বিজ্ঞাপন দিন,
গ্রাহক হৌন!

গল্প

-শামসুল আলম

বহুদিন কেটে গেল, শফিকের সাথে সোহাগের দেখা হয়নি। তার সাথে দেখা করার জন্য সোহাগের মনটা ভীষণ বিচলিত। বেশ ক'বছর পূর্বে শফিকের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে পরিচয় ঘটলেও আসলে মনে হয় তারা যেন দুই সহোদর; অথচ পরস্পরের এক অকৃত্রিম বন্ধু। যদিও শফিক ক'বছরের বড় হবে। ওদের বন্ধুত্বের সমন্বয় কারী যেন স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহ । শফিকের সাথে সোহাগের দেখা করার কয়েকটি কারণ আছে। কিছুদিন আগে সোহাগ শফিকের দেয়া পত্র মাধ্যমে জানতে পারল শফিক-অসুস্থ। আর একটি হচ্ছে- শফিককে না জানিয়ে নিজের বিয়ের কাজ সেরে ফেলেছে সোহাগ। যদিও পত্র মাধ্যমে সোহাগ তা জানিয়ে দিয়েছিল- কলমের কিছু আচড় ঝরিয়ে। তবুও তার কাছে যেন সোহাগ এক্ষেত্রে পরাজিত। সে কারণেই এত উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে। কারণ বহুদিনের প্রত্যাশিত ঐ শুভ পরিণয়ের মুহূর্তে সে তার পার্শ্বে থাকবে, এজন্যে সোহাগ তার নিকটে ওয়াদাবদ্ধ ছিল যে, তাকে না জানিয়ে অন্ততঃ ঐ কাজটি করবে না।

সোহাগের জীবনটি ছন্দের বৈচিত্রে ভরা। অনেক ঘষা মাজা করে বহু ঝড়-ঝঞ্জা, বাধা-বিপত্তি, উপসংহারে পারিবারিক- সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এখনও গহীন অন্ধকারে মোমবাতির আলোর ন্যায় কোন রকম নিবু নিবু প্রদীপটি জ্বেলে আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন আইনে উচ্চডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তখন পরিবারসহ অনেক শুভাকাঙ্খি ভেবে ছিল সোহাগ এবার কিছু একটা হবে, কিছু একটা করবে। বাবা মায়ের সু-সন্তান হয়ে তাদের আশা পূরণ করবে। তাদের খেদমত-সহগোগিতা করবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না তার সে ক্ষমতার ভাগ্য এখনও জোটেনি। সোহাগ তাদের সে নেক আশা, নায্য অধিকার পূরন করতে এখনও পারেনি। এর জন্যে সোহাগ স্বভাবতঃ কখনও পাকা বেতের ন্যায় দমে যায়-

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার সোজা হয়; মন ভেঙ্গে যায় তা আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে। কখনও মুক্ত আকাশের চাঁদ কখনও বা মেঘযুক্ত আকাশের ভেসে বেড়ানো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্রের ন্যায় তার সে জীবন প্রবাহ। সোহাগ জানেনা তার সে জীবন প্রবাহ এমন করে আর কতকাল কাটবে। তবুও সোহাগ দু'পারের আশার ভেলায় বেসে আছে, সেই নিবু নিবু প্রদীপ শিখা হয়ত একদিন অগ্নিঝরা বিজলীর ন্যায় বিজয়ের কাফেলায় আলোকিত হয়ে উঠবে তার সে সংগ্রামী জীবন। সোহাগের সে বিশ্বাস কেবল মহান স্রষ্ঠার উপর-ই। যাকগে ওসব কথা।

১৮ই সেপ্টেম্বর সোহাগ তার কর্মস্থল থেকে ছুটি পাবে সপ্তাহ খানিক। এই ছুটির মধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় বেড়ানোর পরিকল্পনা তার। প্রথমে ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়ে গিয়ে দুই দ্বীনিবন্ধু ছাড়াও হাদীছ ও কোরআন বিভাগের দুই প্রফেসরের সাক্ষাত করতে হবে। এরপর তথা হ'তে বাড়ী হয়ে অনেক পথ পেরিয়ে শশুরালয় যেয়ে তার চাতকী নববধুর মুখদর্শনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সে। জিনিসপত্র তো কদিন আগেই গোছ- গাছ করে রেখেছে সোহাগ। পরদিন খুব সকালে একাকী যেতে হবে সোহাগকে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনে। কিন্তু না একাকী নয় সে। সোহাগের এক সহকর্মী হাফেজ সাহেব ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে সঙ্গী করে নেয় সোহাগ। যা হোক মাত্র ৭ দিন ছুটি হলেও সোহাগ মনে করছে দীর্ঘ সময় শরতের এই মনোরম পরিবেশে যাত্রাটি বেশ মনোমুগ্ধকর হবে। সোহাগরা রেলষ্টেশনে পৌছল। সোহাগ দেখল- কি মানুষের ভীড়! শেখানে তিল ধারনের ঠাই নেই। সে ভাবল রাজশাহীতে এত মানুষ কোথায় ছিল? ভাগ্যিস আগেই সে টিকিট কেটে রেখেছিল। স্টেশনে এসে সোহাগ দেখে মাদরাসার বেশ কিছু এয়াতীম সহ অতি কচি-কাঁচা ছাত্র। সোহাগ জিজ্ঞেস করল তোমরা কোথায় যাবে? তারা বলল স্যার বাড়ীতে যাব, কেউ বলল বোনের বাড়ীতে যাব। বাড়ী না গিয়ে বোনের বাড়ী কেন-এজন্যে যে, এমনও ইয়াতীম আছে যাদের বাবা, মা চাচা, ভাই কেউ নেই। এমনকি কারও বোনও না থাকাতে কোন এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে একটু আনন্দের জন্য। হায়রে তাদের এ যাত্রা! সোহাগের মনে দারুন দোলা দেয়। ওদের লক্ষ্য গন্তব্য স্থল পাবে তো? কারণ ওরা এখনও অবুঝ। ওরা এ ট্রেনে যাবেনা অন্যট্রেনে যাবে। সোহাগ তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় নিল। কিছু কচি-কাচা ছাত্র সাথী হল। হুড়মুড় করে পিছনের এক কম্পার্টমেন্টে তারা উঠল। এদেশের যাত্রীদের যে দশা। ছাত্রদের এক পার্শ্বে রেখে সোহাগরা তিনজন অন্য এক জায়গায় বসে পড়ল।

ট্রেনটি ছাড়ল যথাসময়ে সকাল ৭-৩০ মিনিটে। ট্রেনের যাত্রাতে বিভিন্ন দৃশ্য তারা যথাযথ ভাবেই উপভোগ করতে থাকে। সকালের নাস্তা করা, গল্প-স্বল্প, হাসি-তামাশা, সাংগঠনিক খবরাখবর ইত্যাদি। এরই মধ্যে এক মধ্য বয়সী মুখে কুচি কুচি দাঁড়িওয়ালা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন হুজুর সাবরা বলুন তো, একজায়গায় এক কবরে দেখে এলাম সেখান থেকে চাঁদের আলোর মত জ্বল জ্বল করে আলো ছড়াচ্ছে। তা বুহুদুর থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় ঐ মৃত লোকটি আল্লাহ্‌র কোন অলী বা বুজুর্গ ব্যক্তি হবেন। এখনও এমন ব্যক্তি আছেন! সে এক বড় নিয়ামত তাই না হুজুর? লোকটি আল্লাহ্‌র বড় বন্ধু এবং তার থেকে কিছু পাবার আছে। তা তাদেরকে শক্ত করে বুঝাতে চাইল। হাফেজ সাহেব কিছু বললেন। সোহাগ বলল-দেখেন ভাই, উনি যে কে বা বিষয়টি ও কি তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রকৃত অর্থে কে তা বলাটাও ঠিক নয়। আল্লাহই ভাল জানেন। আর মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়াতে কোন লাভ নাই। যদি না সে নিজে আমল করে। এমনকি মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাওয়া সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী,শির্ক। তিনি অলী বা নবী যাই হোন না কেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এরকম কবর নিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কবর পুজা করে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হচ্ছে। এগিয়ে চলেছে জাহান্নামের দিকে। কর্ম্পাটমেন্টে উপবিষ্ট সকল শ্রোতাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যেন সোহাগ।

এদিকে দেখতে দেখতে কুষ্টিয়াতে পৌনে এগারটায় কখন ট্রেনটি পৌঁছে গেছে টের পায়নি

http://islaminonesite.wordpress.com

তারা। রিক্সাযোগে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে যশোর গামী বাসে উঠলতারা। সোহাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত টিকিট ক্রয় করল। বিশ্ববিদ্যালয় গেটে সোহাগ নেমে সাতক্ষীরাগামী সহযাত্রীদের বিদায় জানিয়ে দিল।

বিশ্ববিদ্যালয় গেটে কড়া প্রহরা। সোহাগ তার পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ অঙ্গনে। দীর্ঘ দু'মাস এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল থাকার পর দূর্নীতিতে অভিযুক্ত ভিসি ছাত্রদের চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন। এরকম নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। সোনালী সবুজ, পবিত্র এই চত্বরের মধ্যখান দিয়ে ব্যাগ ঘাড়ে হাঁটতে থাকে সোহাগ, আর ভাবতে থাকে কিছু দিন আগেও কি অবস্থা না ঘটে গেল এখানে। কত জীবন ঝরল, কত রক্ত ঝরল, কত হাজারও ছেলের সময় নষ্ট হল। এমনি অবস্থা এদেশের শিক্ষাঙ্গন গুলোর। সোহাগ পথ চলতে চলতে আরও ভাবে ইহাই দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ওহ, আল্লাহ! ইসলামী শব্দের সাথে ইহার বাস্তবে কোন দিকে মিল আছে বলে মনে হয়না। এর পরেও দীর্ঘ দিন বন্ধ। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের অনাগত ভবিষ্যত নিয়ে একশ্রেণীর উচ্চাভিলাষী, অতি উচ্চ ডিগ্রীধারীদের স্বার্থ কায়েম, হোওয়াইট কালারবিদ,রাজনীতিবিদ, সরকারকর্তৃক ছিনিমিনি খেলা এ যেন তাদের নিত্ত- নৈমিত্তিক খেলতামাশায় পরিণত হয়েছে। এ খেলার শেষ কোথায়(?) নিশ্চয় শেষ আছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়। এর জন্য ছাত্র সমাজকে এখনই ভাবতে হবে। এই সব নানান কথা চিন্তা করতে করতে সোহাগ কখন তার গন্তব্যস্থলে পৌছেছে টের পাইনি। -কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অফিসের মধ্যে। প্রথমেই জলিল ভাইয়ের সাথে দেখা। শফিক তখন বাইরে ছিল। জলিল ভাইয়ের সাথে সালাম বিনিময়। কোলাকুলি, কুশালদি বিনিময় হল। কিছুক্ষণ পরে শফিকের আগমন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শফিক ভাইয়ের সাথেও অনুরূপ ছালাম ও কুশলাদি বিনিময় হল। অতপর শুনি ঃ সাথী ভাই হাবীবের আগমনের কথা। তার সাথেও সোহাগের সাক্ষাত ঘটে। তারপর একত্রে তিনজন নাস্তা খেয়ে ফেলে। সে এক আনন্দ ঘন মুহুর্ত।

ইতিমধ্যে ভেসে আসে কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে যোহরের আযান। সকলে নামাজে যাবে। মসজিদটি একটু দূরে। বেরিয়ে পড়েছে সকলে নামাযের জন্য। সোহাগ একটু পিছে চলেছে মসজিদ পানে। এরই মধ্যে সোহাগের দৃষ্টি যায় দূরে। দেখল, অনুষদ ভবন থেকে মসজিদ পানে দ্রুতবেগে মাথা নীচু করে উচু তাগড়া-যোয়ান এক ব্যক্তি যাচ্ছেন। মনে হয় সৌদি, তাও নয়। হয়ত তিনি একজন প্রফেসর হবেন। যাক, সোহাগও মসজিদে নামায আদায় করে কিছুক্ষণ বসে এদিক ওদিক তাকাল। ততক্ষনাৎ আচেনা সেই ভদ্র লোকটিও এসে তার পাশে বসেন। মোয়াজ্জিন একামত দিচ্ছেন জামা'আতের জন্য। সকলে খাড়া হয়ে দাড়াচ্ছেন পাশা পাশি। আর ঐ ভদ্র লোকটিই পিছন থেকে চট করে গিয়ে জায়নামাযে বসে পড়লেন। যতক্ষণ না মোয়াজ্জিনের একামত শেষ হ'ল। সোহাগ ভাবল তাহলে উনিই ইমাম। কিন্তু তিনি এমনটা করলেন কেন? হঠাৎ অসুস্থ হলেন নাকি? ব্যাপারটি সোহাগ গুরুত্বসহ লক্ষ্য করে কিছুক্ষন চুপ থাকে। এরই ফাঁকে পাশে দন্ডায়মান জলিল ভাই ও শফিক ভাই কে ঈশারায় জানতে চাইল আসলে বিষয়টি কি! তারা ঈঙ্গিতে আক্ষেপের সাথে জবাব দিল-" উনাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন? কেন উনি এমনটা করলেন?" বিষয়টি অনুরূপ করেন। উনি ওটাকে সুন্নাত ভেবেই করেন। যা হো-ক, সোহাগও মন স্থির করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। ইমাম সাহেবের নিকটেই বিষয়টি জানতে হবে। কারণ ইতিপূর্বে তার জানামতে কোন মসজিদে ইমাম সাহেবদেরকে এমনটি করতে দেখেনি।

নামায শেষ করে সোহাগ বসে আছে। শফিক, জলিল দুজনে ইঙ্গিতে বিদায় নিল। বিষয়টি তখন সোহাগের নিকট একটু শক্তি মনে হল কারন, সে একাকী। তাও অতবড় একজন দামী নামী ইমাম। এর মধ্যে ইমাম সাহেব একবার ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আবার দু'রাকাত নামায শুরু করলেন। সোহাগ বসেই আছে নাছোড় বান্দার মতই কিছুক্ষন পরে ইমামসাহেব নামায শেষ করে চলে যাচ্ছেন। এমনসময় সোহাগ ইমাম সাহেবকে ছালাম জানিয়ে বিনয়ের সাথে জানালেন " হুজুর আপনার কাছে আমার কিছু জানার ছিল, যদি মনে কিছু না করেন!'

http://islaminonesite.wordpress.com

-বেশ ভাল তো! চলেন আমার খাস কামরায় । বসে ভাল করে আলাপ করা যাবে। সোহাগের সহজ আবদার গুলো তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। আমি ভাবলাম, যাক বাসায় যখন ডেকে নিচ্ছেন, বেশ ভাল লোকতো? উনার স্পেশাল কামরায় বসলাম অন্যান্যরা যেখানে বসেন। নিজের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, প্রশ্ন শুরু-

" হুজুর! জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্বে জায়নামাযে এমনটি করলেন কেন, অর্থাৎ এক্বামতের সময় হাইয়্যালাছছালাহ বলার পর ওখানে বসে পড়লেন কেন? এটা কি কুরআন হাদীছে অছে? আর থাকলেও এর রেফারেন্স কি দেয়া যাবে?

একসাথে এতগুলো প্রশ্ন শুনে তিনি প্রথমে সোহাগের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তখনি সোহাগ আরও বলল, "হুজুর, আমি কিন্তু কোন আলেম মানুষ নই, জেনারেল লাইনের । মনে কিছু নিবেন না, জবাবটা কিন্তু স্পষ্ট জানতে চাই।

ইমাম সাহেব বেশী দেরী না করে সহজ, স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলেন- " দেখেন এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন হাদীছ নেই। তবে ফকীহগণ হাদীছের আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বাইরে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি দূর থেকে আসে তখন ঐ সময়টিতে বসে পড়তে হয়। তিনি এর ব্যাখ্যায় আরও বললেন আসলে মানুষ তখন ক্লান্ত থাকে তো, তাই ক্লান্তি দূর করার জন্যই আসলে এটা করা হয়।

আমি তখন বললাম, ওটা তো কেবল 'ফকীহমত'- তাইনা? উপস্থিত বুদ্ধিতে বললাম-হুজুর, আপনার বাসা তো পাশেই দেখছি , তাছাড়া অধিকাংশ লোকই জামা'আতে অংশ নেয় পার্শ থেকে , অবশ্য সে মুসাফির হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সবার তো ঐ সময় ক্লান্ত হওয়ার কথা না? সোহাগের কথা শুনে তাঁর চোখে-মুখে কিছু জড়তা এসে যায়। এ সময় তিনি উত্তর দিলেন, আসলে আপনি -তো- আলেম নন এজন্যে...। তিনি বললেন, আসলে এটা একটা 'তাহকীকের' বিষয়।

প্রসঙ্গক্রমে ছহীহ ও যঈফ হাদীছের কথা উঠে গেল। এমন সময় সম্ভবতঃ একটি বড় ইসলামী সংগঠনের নেতা-কর্মী হবেন ছালাম জানিয়ে বসে গেলেন। মোট তিনজন। ইমাম সাহেবও এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলেন ছহীহ হাদীছের স্থানে যঈফ হাদীছের কোন স্থান নাই। সোহাগ তখন বলল, বেশ ভাল কথা তাহলে হুজুর, বোখারী শরীফের হাদীছ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বললেন,- ওরে বাপরে বাপ! ও হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না, ওতে বিন্দু মাত্র যঈফ হাদীছ নেই, এবার সোহাগ প্রশ্ন করে, হুজুর নিঃসন্দেহে ওখানকার হাদীছগুলো আমল করা যাবে? তিনি উত্তরে বললেন, একশ ভাগ, একশ ভাগ।

হুজুর, আমরা তো মূর্খ্য সূর্খ্য মানুষ মনে কিছু নিবেন না। আরও একটি প্রশ্নঃ সেটা হলো--'রাফ'উল ইয়াদায়েন' অর্থাৎ রুকুতে যাওয়া এবং উঠার সময় দু'হাত উঠানো সম্পর্কে জেনেছি অসংখ্য ছহীহ হাদীছসহ বোখারী শরীফে একাধিক হাদীছে উল্লেখ আছে। আর এরই ব্যাখ্যায় টীকাতে একটি যঈফ হাদীছের উল্লেখ আছে, ' আল্লাহ্‌র রাসূল ওটা জীবনের প্রথম ভাগে করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে বাতিল করে গেছেন।' হুজুর! এবার উত্তর দিন, শুধু উত্তর নহে, সোহাগ এবার একটু জোর গলায় বলল- কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক এক কথায় জবাব দিতে হবে? তা নাহলে এবার আপনাকে আমি ছাড়বনা। একথা শুনার পর আমার মত একজন নগন্য ব্যক্তির নিকট দেখি তাঁর চোখ- মুখ উজানে উঠে গেছে। অনেকক্ষণ আর কথা নাই। পাশে বসা ছাত্রটি বললেন হ্যাঁ সঠিক তো একটাই হওয়ার কথা। কিছু সময় পরে উনি উত্তরে বললেন, "জানি এবার আপনি যে আমাকে ছাড়বেন না তা পূর্বেই বুঝতে পেরেছি।"

এবার আমার সাহসী ভাব দেখে বলা শুরু করলেন, আপনি কি করেন, কোথা থেকে আসছেন, কারকা কাছে আসছেন ইত্যাদি ইত্যাদি জানতে চাইলেন। উনি বললেন, আপনি আহলেহাদীছ না-কি? আমি এবার শক্ত ভাবে ধরলাম, দেখেন-আমি আহলেহাদীছ কিনা সেটা বিষয় নয়, বিষয়টি হ'ল সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী হাদীছের কোনটি সঠিক আপনাকে জবাব দিতে হবে। ইমাম সাহেব এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলতে লাগলেন,-দেখেন ছহীহ যঈফ তো আমি-ভাল নির্ণয় করতে পারিনা-। তাছাড়া-এটা তো একটা সুন্নাত। আপনি আমল করলে ভাল, না করলেও অসুবিধা নাই।

আমি বললাম, হুজুর ওরকম কথা বলবেন না।

আপনি এত বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, তাও আবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমাম অর্থাৎ নেতা, একজন প্রফেসরের সমতুল্য। কামিল পাশ, অনার্সসহ ইসলামিক ষ্টাডিজে মাষ্টার্স? এখানে শিক্ষক, কর্মচারী ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলে আপনাকেই অনুসরণ করবে। এদেশের কোটি কোটি বিপথগামী সাধারণ মুসলমান আপনাদেরকেই অনুসরণ করবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখেন। আপনি বলেছেন ফরজ,ওয়াজিব নয়। ভাল কথা। কিন্তু সঠিক কোনটি বেঠিক কোনটি আপনাকে সে বিশ্বাস নিয়ে বলতে হবে। আর না হয় বলেন বোখারী শরীফের হাদীছ গুলো বাতিল (নাউজুবিল্লাহ)! দেখেন, বিশ্বাসে মানুষকে আল্লাহ জান্নাতে নিয়ে যেতে পারেন আবার তাকে জাহান্নামেও নিয়ে যেতে পারেন। ঠিক নয় কি হুজুর?

–জি ,হ্যাঁ- হাদীছে এরও উল্লেখ আছে।

তাহলে বলুন আপনি- আমি কোন অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে আছি, হুজুর উত্তর দিন?

-দেখেন, এই মুহূর্তে এর উত্তর দেয়াটা আমার পক্ষে একটু কঠিন। আমাকে বেশ ভাবতে হবে, "তাহকীক" করতে হবে।

সোহাগ বলল এতদিনেও তাহকীকে এ বিষয়টি আপনার কাছে ধরা পড়েনি? তবে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন বিশুদ্ধ হাদীছের নিকটে মাযহাবের স্থান নাই যদি তা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঘটনাটিতে উনার মনে আঘাত লেগেছে বলে সোহাগের মনে হয়। সোহাগকে আবার আসার জন্য অনুরোধ জানালেন তিনি। তাঁর মনে কি আছে, আল্লাহই ভাল অবগত। বিনয়ের সাথে ছালাম জানিয়ে সোহাগ ইমাম সাহেবের নিকট থেকে বিদায় নিল।

এদিকে শফিক ভাই- জলিল ভাই অনেকক্ষণ ধরে সোহাগের অপেক্ষায় বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সোহাগ যেতে না যেতেই তাকে জিজ্ঞেস করল- কি হল?

সব ঘটনা সোহাগ ধীরে ধীরে বর্ণনা করল। সোহাগ বলল, উনি আমাকে ফলাফল পরে জানাবেন নাকি! আমাকে আবার আসতে বললেন। বিষয় গুলো নিয়ে উনি নাকি 'তাহকীক' করবেন।

পথের দিশা

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
ডিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

[**চরিত্র বিশ্লেষণঃ** রফিক আলম ছাহেবের ছেলে, আমেনা বেগম আলম ছাহেবের স্ত্রী, শাহীন আলম সাহেবের ভাতিজা ও রফিকের একদিকে বন্ধু ও অন্য দিকে জেঠাত ভাই। এরা উভয়েই H.S.C পরীক্ষার্থী। শ্যামল ভাই একজন প্রার্থীর নাম (নির্বাচনে)]

রফিকঃ

আব্বা, আমি যাচ্ছি। রাত্রে ফিরব না। কাল সকালে আসব।

আলম ছাহেবঃ

কিন্তু কোথায়? সামনে যে তোমার পরীক্ষা, এত ঘুরাঘুরি করলে পরীক্ষায় যে খারাপ করবে।

রফিকঃ

খালি পরীক্ষা পরীক্ষা করেন। নির্বাচনের পরে পড়ব। এখন আমি যাই। যাওয়া খুব দরকার। আজ বাদে কাল নির্বাচন।

আলম ছাহেবঃ

না, এখন যেয়ো না। বিষেধ করেছি শুনতে পাচ্ছ না?

রফিকঃ

কিন্তু শাহীনরা যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আব্বা।

আলম ছাহেবঃ

তাতে কি, তুমি এদের বিষেধ করে এসো। বহুদিন পর বাড়ি আসলাম। তোমাকে যে একবিন্দু বাড়ীতে দেখছি না। তুমি কোথায় থাক, কি কর জানি না। আর আমি বাড়ী থেকে চলে গেলে কি করবে? তুমি কি বুঝ না, আমরা তোমাকে কত আদর করি। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমার যা বলা।

রফিকঃ

আব্বা, আমি যাবনা। শাহীনকে নিষেধ করে আসছি।

http://islaminonesite.wordpress.com

শাহীনঃ

কি রে রফিক, রেডি? চল, চল, শ্যামল ভাই হয়তো এতক্ষণে অফিসে পৌঁছে গেছে।

রফিকঃ

না-রে শাহীন, আব্বা বাড়ী এসেছে। আমার আজ যাওয়া সম্ভব নয়।

শাহীনঃ

বলিস্ কি তুই? আজ বাদে কাল নির্বাচন। এখন এই কথা বললে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ সব কথা বাদ দে তো।

রফিকঃ

আমি ঠিকই বলছি। আমার আজ যাওয়া সম্ভব নয়।

শাহীনঃ

না না, তা হবেনা। আমরা যে শ্যামল ভাইকে কথা দিয়েছি। প্রাণ দিয়ে হলেও তার নির্বাচন করব। তাছাড়া আমরা তার থেকে অনেক টাকা খেয়েছি। এখন উপায় কি? তার কাছেই বা যাব কি করে?

রফিকঃ

টাকা এনেছিস মানে? কই! অমি তো সে খবর জানিনা।

শাহীনঃ

তোকে কি সব কথাই জানাতে হবে?

রফিকঃ

কি বল্লি! আমাকে ব্যবহার করবি, অথচ টাকার খবর আমি জানব না? না না, তা হতে পারে না। যাক ভাই ভালই হয়েছে। আমি যেতে পারব না।

শাহীনঃ

রফিক, এতে তোর অসুবিধা হতে পারে, ভেবে দেখেছিস?

রফিকঃ

ভেবে বুঝেই বলছি। এতোদিন তোদের বিশ্বাস করে যে ভুল করেছি, আজতা সজ্ঞানে বুঝতে পেরেছি।

শাহীনঃ

রফিক! সাবধানে কথা বল্।

রফিকঃ

কেন? আমি, তো কারো খেয়ে পরে নেই। তোরা যারা ওর টাকায় কেনা গোলাম, তারা গিয়ে নির্বাচন কর আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই।

শাহীনঃ

আমরা কেনা গোলাম? কত টাকা এনেছি?

রফিকঃ

তুই-ই ভাল জানিস্।

শাহীনঃ

রফিক, আসলে তো এমন কোন টাকা আমি পাইনি, যা উল্লেখ যোগ্য হতে পারে। মিছিল-মিটিং-য়ে ৫০/৬০ টাকা দিত, তাও তোদের জন্য খরচ করেছি বলে আনতাম।

রফিকঃ

আমি তো নির্বাচনের জন্য নিজের অনেক টাকা খরচ করেছি। আম্মাকে- আব্বাকে মিথ্যা কথা বলে, বই-কলমের কথা বলে, অনেক টাকা এনে তা বাজে পথে খরচ করেছি। কিন্তু তাতে ফল কি দাড়িয়েছে ভেবে দেখেছিস্? তোর বেলায় ও তো ঠিক তেমনি।

শাহীনঃ

আসলে তোর কথাই ঠিক রফিক। আমিও আর ওদের সাথে মিশতে যাব না। যারা সামান্য পয়সার বিনিময়ে আমাদের হাত করেছে, আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তারা আমাদের বন্ধু হতে পারে না।

[এ দিকে সন্দেহজনিত কারণে]

আলম ছাহেবঃ

রফিকের মা, দেখ্ছ তোমার ছেলের কত বড় সাহস আমাকে বলল সে যাবে না, কিন্তু সে চলে গেল। কেমন বেয়াদব হয়েছে তোমার ছেলে দেখ্ছ?

আমেনা বেগমঃ

ও ছেলে মানুষ। এ রকম এ বয়সে কিছু করবেই।

আলম ছাহেবঃ

তুমি কি ভেবে দেখেছ এর পরিণতি কি হয়ে দাঁড়াবে? একদিন তোমার ছেলে হবে এলাকার বড় মাস্তান। হবে চোর ডাকাতের সর্দার। সেদিন তোমার আমার বৃদ্ধাবস্থায় কি রকম ব্যবহার পাব, ভেবে দেখেছ?

আমেনা বেগমঃ

তুমি আসলে ঠিকই বলেছ। কিন্তু তার বন্ধুরা যে সবাই ঐ স্বভাবের। সে যাদের সাথে চলাফেরা

করে, তারা যা করে, তাকে ও তো তা-ই করতে হয়।

আলম ছাহেবঃ

তুমি ভুল বলছ আমিনা! সমাজে একজন ছেলেও যদি জেগে ওঠে, আদর্শবান হয়, প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে, তাহলে তার প্রভাবেই গোটা সমাজ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। যেমনঃ তোমার ছেলে যার পিছনে ঘুরছে, সে যদি ভাল স্বভাবের হতো, তবে অবশ্যই তোমার ছেলে সহ পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা ভাল ভাবে গড়ে উঠতে পারতো।

আমেনা বেগমঃ

সবই বুঝলাম। বাড়ী আসলে আমি রফিককে বুঝিয়ে বলব। তুমি কোন চিন্তা করোনা, দেখি কি হয়।

শাহীনঃ

তা আর প্রয়োজন হবে না চাচী। আমরা বুঝতে পেরেছি। এই সমাজে অন্য লোকেরা আমাদেরকেও অসৎ বানাতে চায়। আমরা তাদের ডাকে আর সাড়া দিব না।

আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা আর এ সমাজের যুবকদের ভুল পথে চলতে দেব না।

আলম ছাহেবঃ

শাহীন, তোমরা যা আজ বুঝেছ, তা কাউকে প্রকাশ করো না। যাদের সাথে মিশেছ, একেবারে *তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করাও ঠিক নয়। আস্তে* আস্তে তাদের এড়িয়ে চলো। না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। মিশতে যত দিন লেগেছে, ছুটে আসতেও ততদিন লাগবে।

শাহীনঃ

তাহলে কিভাবে কাকা? আপনি বলুন।

আলম ছাহেবঃ

যদি কোন মিটিংয়ে ডাক দেয়, তাবে পড়ালেখার কথা বলে, ব্যক্তিগত কাজ আছে বলে তাদের এড়িয়ে যাবে। সরাসরি যাব না বলা ঠিক হবে না।

শাহীনঃ

কাকা! আমরা দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করছি আর বাজে পথে চলব না। সাথে সাথে ছোটদের ও আমাদের আদর্শে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

মহিলা বিভাগ

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

তাহেরুন নেসা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

তৎকালীন পৃথিবীর উপরোক্ত সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর জন্য স্থায়ী মর্যাদার গ্যারান্টি দিয়ে ঘোষণা করে যে, '(সমাজদেহ পরিচালনার জন্য) নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পোষাক সমতূল্য' (বাক্বারাহ১৮)। একটি গাড়ীতে যেমন দু'খানা চাকার প্রয়োজন। কিন্তু দু'খানা চাকা স্ব স্ব স্থানচ্যুত হ'য়ে একত্রিত হ'লে এ্যাকসিডেন্ট হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি নারী ও পুরুষ উভয়ে নিরাপদ দূরত্বে পর্দায় অবস্থান করে সভ্যতার গাড়ী গতিশীল রাখবে। বলা হ'ল তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে অধিকতর তাক্বওয়ার অধিকারী (হুজুরাত ১৩)। যেনা-ব্যভিচার, ঠিকা বিবাহ, বদলী বিবাহ সবই হারাম ঘোষণা করা হ'ল। পুরুষের ন্যায় নারীকেও স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাইয়ের সম্পত্তিতে অংশীদার করা হ'ল। তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ফরয ঘোষণা করা হ'ল। ১৪ জন মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম করে তাদের ইয্যতের গ্যারান্টি দেওয়া হ'ল। ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিয়ে বিবাহের মাধ্যমে সম্মানিত জীবন যাপন করাকে অধিক ছওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হ'ল। বিবাহের ব্যাপারে যাবতীয় জাহেলী রেওয়াজ বাতিল করে নারীর সম্মতি গ্রহণ, তাকে মোহরানা প্রদান এবং অলী ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ বাধ্যতামূলক করার ফলে তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হ'ল। তাদেরকে খোলা তালাক প্রদান ও বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হ'ল। 'নারী সকল অকল্যাণের মূল' এই জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হ'ল যে, 'আমরা মানব জাতিকে (নারী-পুরুষসহ) সম্মানিত করেছি..... এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

অন্যান্য সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দান করেছি '(বনী ইস্রাঈল ৭০)। অতঃপর নারীর উপরে পুরুষের যে কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ইসলাম ঘোষণা করেছে, তা মূলতঃ সামাজিক শৃংখলার ক্ষেত্রে মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' (মুসলিম)। মোটকথা ইসলাম বিগত সভ্যতাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে নারীকে সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করে। ইসলামের নিকট নারী অকল্যাণকর নয়, ভোগের সামগ্রীও নয়; বরং তা সমাজের অগ্রগতিতে ও সুখে-দুঃখে পুরুষের বিশ্বস্ত ও অপরিহার্য সঙ্গিনী।

এভাবে যে ইসলাম নারী জাতিকে জাহেলিয়াতের জিঞ্জির হ'তে মুক্ত করে এক অভাবনীয় জীবন বোধের সন্ধান দিল এবং তার ফলে মা, খালা, বোন, কন্যা ইত্যাদি হিসাবে যে মহান আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে পুরুষ সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করল- সেই ইলাহী বিধানকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রগতির ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে মর্যাদার পর্দা দূরে ছুঁড়ে ফেলে নারী আজ বাইরে বেরিয়ে আসছে। আল্লাহ প্রদত্ত নিজের গোপন সৌন্দর্যকে স্বাধীনতা ও ফ্যাশনের নামে পুরুষের সামনে মেলে ধরছে। ফলে আগুন আর মোমের যে অবস্থা আজকের সমাজে স্বাভাবিকভাবে তাই-ই ঘটে যাচ্ছে। রোমক সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, হেলেনীয় সভ্যতা প্রভৃতি বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংসের মূল বীজ হিসাবে নারী যে ভাবে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল, আজকের আধুনিক সভ্যতা ধ্বংসের জন্য তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরাই যে দায়ী হবে, তার লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পর্দাহীন নারী রাস্তায় চলবে, পাশাপাশি চেয়ারে বসে চাকুরী করবে, আর পুরুষ সহকর্মী তার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না- এটা নিতান্তই বাস্তব বিরোধী কথা। আর সে কারণেই সমাজে ঘটছে যত অঘটন। আধুনিক যুগে নারী এখন সাধারণ পণ্যের চেয়েও সস্তা। সে আজ বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির হাতিয়ার, সার্কাস, সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। নারী এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নারীই আজ চরম নির্যাতনের শিকার।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দূরদর্শী পুরুষ সমাজকে যেমন এগিয়ে আসা প্রয়োজন, তেমনি আত্ম মর্যাদাহীন চলন্ত শোকেস সদৃশ বেপর্দা নারী সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া সর্বাধিক যরূরী। ইসলাম নারীকে আত্ম মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে ও সেই মোতাবেক তাকে সমাজ জীবনে চলার জন্য কিছু স্থায়ী নিয়মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা ও নিয়ম পদ্ধতির কঠোর অনুশীলন ও অনুসরণ ব্যতীত সমাজে নারীকে তার মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। শুধু যে কঠোর আইন রচনা দ্বারা নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়, বিগত এরশাদ আমলে ও বেগম জিয়ার আমলে তার বাস্তব প্রমাণ দেখা গেছে।

সুতরাং যতদিন নারী তার নিজস্ব গন্ডির মধ্যে বিচরণ করার মানসিকতা অর্জন করতে না পারবে, যতদিন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমে চরিত্রে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে গভীর আত্ম মর্যাদাবোধের পরিচয় দিতে না পারবে, যতদিন সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ, উভয়ের কর্মস্থল পৃথক, রেডিও-টিভিতে ও পত্র-পত্রিকা-চলচ্চিত্রে চরিত্র বিধ্বংসী প্রচারণা বন্ধ না হবে, ততদিন নারী তার সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে পারবে না।

অতএব আসুন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করি এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি। আমরা যেন আমাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে প্রাথমিক যুগের মুসলিম নারীদের ন্যায় শক্তিমান আদর্শ নারী হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি আল্লাহর নিকটে কায়মনোচিত্তে সেই প্রার্থনা করি- আমীন॥

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামনিদের পাতা

(অনধিক ১৩ বছরের ছেলে মেয়েরা এখানে লিখবে)

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

স্নেহের সোনামনি ভাই ও বোনেরা!

তোমরা সকলে আমাদের সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। আশা করি তোমরা সকলে প্রভাতের চিকচিকে সোনারোদে ঝলমলে সোনাবাবু হয়ে তোমাদের আব্বা-আম্মা ও ভাই-বোনদের কোল জুড়ে দিন গুযরান করছো। তোমারা কি জানো তোমাদের জন্য 'সোনামনি' নামটি কে সাব্যস্ত করেছেন? তোমাদের জন্য এ সুন্দর নামটি নির্বাচন করেছেন আমাদের মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সূরায়ে হজ্জ-এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াত হ'তে দালীল নিয়ে কচি বাচ্চাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালনা করার নেক নিয়তে তিনি এই নাম প্রস্তাব করেন এবং ঐ দিন ১৯৯৪ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালের অধিবেশনে মারকাযে উপস্থিত দেশের ২৫টি জেলার চার শতাধিক গণ্যমান্য সুধী ও ওলামায়ে কেরাম সাথে সাথে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই নাম সমর্থন করেন। ঐদিন হতেই 'সোনামনি' সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আজ বড় আনন্দের দিন এজন্য যে, আমাদের বহু দিনের আকাংখিত মুখপত্র মাসিক **'আত-তাহরীক'** গত মাস থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে- ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এখন থেকে তোমাদের অনধিক ১৩ বছরের ভাই-বোনেরা 'সোনামনিদের পাতায়' নিয়মিত লেখা পাঠাবে। এর ফলে তোমরা একদিন বড় লেখক ও সাহিত্যিক হবে। আর তোমাদের জন্য আমরা প্রতি মাসে বিভিন্ন মধু-সন্দেশ উপহার দেব ইনশাআল্লাহ।

এক্ষণে আজকে শুরুতে তোমাদের জন্য রইল **ধাঁধাঁ ও মেধা পরীক্ষার আসর**। তোমরা জওয়াব পাঠাবে। যার জওয়াব সঠিক হবে, তার নাম ও ঠিকানা আগামী সংখ্যায় ছেপে দেব কেমন? হ্যাঁ জওয়াব পাঠানোর সময় তোমাদের নাম, বয়স, পিতার নাম, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর নাম, রোল নং এবং পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করবে। চিঠি লেখার একটা নমুনা দিলাম। এই ভাবে লিখবে-

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
সম্মানিত পরিচালক,
'সোনামনিদের পাতা'
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

সালাম মাসনূন বাদ আশা করি আল্লাহর রহমতে কুশলে আছেন। আপনাদের দো'আয় আমরাও আল্লাহর রহমতে কুশলে আছি। আমি/আমার অভিভাবক আপনাদের বহুল প্রচারিত মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। অতঃপর বিগত.....সংখ্যা 'আত তাহারীক -এর 'সোনামনিদের পাতায়' ধাঁধাঁ/ মেধা পরীক্ষা/ সাধারণ জ্ঞানের আসর -এর জওয়াব গুলি নিম্নরূপ, যা আমি নিজের থেকে লিখেছি।-

১ নং-এর জওয়াব.....

২ নং .....

৩ নং.....

আমরা আপনার সার্বিক কুশল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ওয়াস্সালাম।

ইতি

আপনার স্নেহের

তাং ...

নাম ...

বয়স...

শ্রেণী ও রোল....

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

যোগাযোগের ঠিকানা...

['সোনামনি' সংগঠন থাকলে সভাপতির সুপারিশসহ পাঠাবে।]

পরিচালক-

মুহাম্মদ আযীযুর রহমান

http://islaminonesite.wordpress.com

ধাঁধাঁ

১. কোন্ স্কুলে ছাত্র নেই?
২. কোন্ গ্রামে মাটি মানুষ কিছু নেই?
৩. কোন্ বাজারে রানী আছে, রাজা নেই?
৪. কোন্ গ্রামটি বড় শহর?
৫. কোন দেশে মানুষ নেই?

ইংরেজী মেধা পরীক্ষা (কুইজ)

১. 'বাংলাদেশে' একবার দেখা, 'ইন্ডিয়াতে নেই 'আমেরিকাতে' একবার দেখা 'সৌদী আরবে' নেই।
২. ' অতীতে' ছিলনা 'বর্তমানে' দুই 'ভবিষ্যতে' এক, এর সঠিক উত্তর চাই।
৩. 'শীতকালে' আসেনা 'গ্রীষ্মকালে' দুইবার 'বসন্তকালে' আসেনা 'শরৎকালে' একবার
৪. 'বছরে' একবার আসে, 'মাসে' আসেনা 'সপ্তাহে দু'বার আসে, 'দিনে' আসেনা।
৫. 'টেবিলে' একবার আছে, 'ঘাটে' নেই 'চেয়ারে' একবার আছে, 'বেঞ্চে'নেই।

সৃষ্টি

মাকসুদা জামান (শিলা)
৫ম শ্রেণী

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি
লাগে বড় মিষ্টি
ফুলের সমারোহ
সবুজের মেলা
ভাল লাগে মোদের
লুকোচুরি খেলা।
পাখিদের কোলাহল,
আকাশের নীল
নদীর কলছল
ঝরণার ছল ছল
চলে যায় সমুদ্রে অতল
সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অপার।।

দেশ - বিদেশ

স্বদেশঃ

'ফাযিল' শ্রেণীকে ডিগ্রী ও 'কামিল'কে মাষ্টার্স ডিগ্রীর সমমান প্রদানের চিন্তা-ভাবনা

দেশের মাদ্রাসা সমূহের ফাযিল শ্রেণীকে ডিগ্রী এবং কামিল শ্রেণীকে মাষ্টার্স শ্রেণীর সমমান দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এই লক্ষ্যে মাদরাসা গুলোতে প্রচলিত ফাযিল ও কামিল মাদরাসার একাডেমিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের ভার অর্পণের জন্য একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইতিপূর্বে এরশাদ সরকারের সময় মাদরাসার দাখিল শ্রেণীকে এস. এস. সি এবং আলিমকে এইচ. এস. সি পরীক্ষার সমমান দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করবে। তবে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের উপরেই ন্যস্ত থাকবে।

জ্বালানি তেলের মূল্য লিটার প্রতি ৬১ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি

জ্বালানী তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। ডিপো পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে প্রকারভেদে শতকরা ২ ভাগ থেকে ৬১ ভাগ পর্যন্ত। পেট্রোল পাম্প তথা ভোক্তা পর্যায়ে এই বৃদ্ধির হার আরও অধিক হবে। আকস্মিক জ্বালানি তেলে এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের সমগ্রিক অর্থনীতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি যে নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে ১৩ টাকা ৩০ পয়সার প্রতি লিটার পেট্রোল ২১ টাকা, ১২ টাকা ৩৯ পয়সার ডিজেল ১২.৯৫ টাকা, অকটেন ১৪.২৫ টাকা থেকে ২৩ টাকা, কেরোসিন ১২.৩৯ টাকা থেকে ১২.৯৫ টাকা, ফার্নেস অয়েল ৪.৭০ টাকা থেকে ৫ টাকা, জুট ব্লেসিং অয়েল ১৪.৩০ টাকা থেকে ১৭ টাকা,

http://islaminonesite.wordpress.com

লাইট ডিজেল অয়েল ১৪ টাকা, এস বিপি ২৪ টাকা, এমটিটি ১৭ টাকা এবং লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ১৮১ টাকা থেকে ২৫০ টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিরোধী দল গুলি ধর্মঘট-হরতাল পালন করেছে।

ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

নির্বাচন কমিশনের মতামতের আলোকে মন্ত্রীসভায় সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ১লা ডিসেম্বর'৯৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

[দল ও প্রার্থীবিহীন ভাবে সৎ ও যোগ্য পুরুষ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করাই ইসলামী শরীয়তের একান্ত দাবী। -সম্পাদক]

আহলেহাদীছ সম্মেলন

দেশে ইসলামী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম করার দাবী

রাজশাহীঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ সূদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাতিল করে দেশে ইসলামী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষাঙ্গন হ'তে দলীয় রাজনীতি বন্ধের আহবান জানিয়ে বলেন, ছাত্র সমাজকে সুশিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে এর কোন বিকল্প নেই।

আন্দোলনের দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনের সমাপনী দিবসে গত ২৬.৯.৯৭ শুক্রবার নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ, সাহিত্য সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ নতুন প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে তা বাস্তবায়নসহ আন্দোলনের ৮ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব,দৈনিক বার্তা ও সোনালী সংবাদ

বিদেশঃ

উত্তর কোরিয়ায় ৮ লাখ শিশু মৃত্যুর মুখোমুখি

ইউনিসেফের পরিচালক ক্যারোল বেলামী বলেছেন, মারাত্মক অপুষ্টির শিকার ৮ লাখ উত্তর কোরীয় শিশু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনীতির কাছে জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। মিসেস বেলামী উত্তর কোরিয়া সফর শেষে গত ৮ই আগষ্ট জাতিসংঘে ফেরার কয়েক ঘন্টা পরেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশটিতে মানুষ মরছে এবং আরও মানুষ মরবে। তিনি সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার জন্য ইউনিসেফের সাহায্যের আবেদন তিনগুণ করে ১ কোটি ৪৩ লাখ ডলার নির্ধারণ করেন।

উল্লেখ্য, দু'বছরের বন্যার পর চলতি বছর মারাত্মক খরা দেখা দেওয়ায় দেশটিতে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে।

বার হাজার মহিলার দেহে এইড্‌স জীবাণু প্রয়োগ করা হয়েছে

বিবিসিঃ এশিয়া, আফ্রিকা, ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বার হাজার গর্ভবর্তী মহিলার দেহে ঔষধের নামে এইচ, আই,ভি রোগ জীবাণু প্রয়োগ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এইড্‌স রোগ হয়ে থাকে। এতে এক হাজারেরও বেশী শিশু মারা যেতে পারে। একটি বিশিষ্ট মার্কিন চিকিৎসা সাময়িকী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন সহায়তাপ্রাপ্ত চিকিৎসা বিষয়ক এই ধরণের অমানবিক গবেষণার নিন্দা করেছে। যার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মা হ'তে শিশুর দেহে এ রোগের সংক্রমণ নিবারণের লক্ষ্যে কম খরচে উপায় বের করা।

http://islaminonesite.wordpress.com

বৃটেনের 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' নামক চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী এই গবেষণাকে আমেরিকার কুখ্যাত 'টুসকেজী' পরীক্ষার সাথে তুলনা করেছে। যাতে সিবলিসে কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ৪০ বছর ধরে চিকিৎসা করা হয়নি। *-ইনকিলাব ২০.৯.৯৭ ১ম পৃঃ ও শেষ পৃঃ।*

[ধনীদের কাছে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থই বড়। নৈতিকতা মানবতা ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন। অথচ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সকলেই সমান। -সম্পাদক]

আমেরিকার দুই তৃতীয়াংশ লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত

টরেন্টো থেকে ইউএনবি ও এপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, আমেরিকার দুই তৃতীয়াংশ লোক মরণ ব্যধি এইডস ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। আমেরিকার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ খবর পরিবেশিত হয়েছে।

সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৩০.৯.৯৭ ইং ৪র্থ পৃঃ ৬ষ্ঠ কলাম।

মুসলিম জাহান

১. বসনিয়ায় বৃহত্তম গণকবরের সন্ধান লাভঃ

বসনিয় সরকারী কর্মকর্তারা ৩শ' লোকের এক গনকবরের সন্ধান পেয়েছেন। এটি বসনীয় যুদ্ধকালীণ সময়ের অন্যতম বৃহত্তম গনকবর বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১ লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এ খবর প্রচারিত হয়। সাড়ে তিন বছর ব্যাপী সার্বও মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়ায়ে উত্তর পশ্চিম বসনিয়ার স্পর্শকাতর এলাকা বিহারে ঠিক দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত হারাগারের হ্যামলেটের নিকট এই গনকবরটির সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় জজ আদম জ্যকুপোভিচ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানিয়েছেন উক্ত কবরটিতে ৩শ জনকে মাটি চাপা দেয়া থাকতে পারে এবং তা ২শ ৮০ ফুট পর্যন্ত গভীর।

(দৈনিক বার্তা৩/৯/৯৭)

২. মাজার-ই শরীফ ঘিরে ফেলেছে তালিবান বাহিনীঃ

আফগানিস্তানের ইসলামপন্থী তালিবান বাহিনী মাজার-ই শরীফ ঘিরে ফেলায় এবং শহরটির নিকটবর্তী দু'টি রনাঙ্গনে প্রচন্ড লড়াই-এর ফলে তালিবান বিরোধীদের শক্তঘাঁটি পতনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য কয়েকমাস পূর্বে তালিবানদের বিপর্যয় ঘটলেও তারা পুনরায় এ এলাকা দখল করে নেয়। তারা গোটা আফগানিস্তানের ৮০ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। *(দৈনিক ইনকিলাব ৩০.৯.৯৭)*

৩.জাতি সংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপের জের

ইরাকে ১২ লাখ লোকের মৃত্যু

ইরাক গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর জানিয়েছে দেশটির উপর জাতিসংঘের আরোপিত ৭ বছর মেয়াদী বানিজ্য নিষেধাজ্ঞার ফলে চিকিৎসা সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে ১২ লাখেরও বেশী লোক মারা গিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী উমিদ মাদহাত মোবারক একটি সাংস্কৃতিক উৎসবে আগত আরব ও পশ্চিমা সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৯০-৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে সে দেশে প্রতি মাসে পাঁচ বছরের কম বয়সী ৬ হাজার ৫ শ শিশু মারা গেছে। অথচ যুদ্ধের আগে প্রতিমাসে মারা যেত মাত্র ৫০৬ জন। তিনি বলেন ৫ বছরের বেশী বয়সী ৮ হাজার শিশু প্রতি মাসে মারা যাচ্ছে। যুদ্ধের আগে যা ছিল মাত্র ১ হাজার ৬ শ' জন।

(দৈনিক বার্তা ৩০.০৯.৯৭)

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

১. মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নক্ষত্রের সন্ধান লাভঃ

রয়টারঃ সূর্যের চেয়ে এক কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নক্ষত্রটির সন্ধান পেয়েছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপের মাধ্যমে। তাঁরা এটির নাম দিয়েছেন 'পিস্তল ষ্টার'। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বলতর হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে এটি খালি চোখে দেখা

http://islaminonesite.wordpress.com

যায়না। ছায়া পথ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে নক্ষত্র মন্ডলের ধোঁয়াশার কারণে। ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে এটি অবস্থিত।

এ নক্ষত্রটির ব্যাসার্ধ ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল হ'তে ১৩ কোটি ৯৫ লাখ মাইলের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ নক্ষত্রটিকে যদি আমাদের সৌরমন্ডলে স্থাপন করা হয়, তাহ'লে এটি বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহকে খেয়ে ফেলবে। *সৌজন্যেঃ ইনকিলাব ৯/১০/৯৭ ১ম পৃঃ ২য় কলাম।*

[জান্নাত জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। মি'রাজের সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে এগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন।' কিয়ামতের দিন সকল মাখলুকাত ধ্বংস হবে। কিন্তু জান্নাত, জাহান্নাম, ও তার ভিতরকার বস্তুসমূহ অক্ষত থাকবে'। আসুন আমরা আল্লাহ্কে ভয় করি।- সম্পাদক]

২. বৃহস্পতির চাঁদে প্রাণের উপাদানঃ

এপিঃ সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি দু'টি চাঁদে যে জৈব উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা থেকে এই ধারণা জোরদার হচ্ছে যে, এই গ্রহের অন্যতম চাঁদ 'ইউরোপা'-তে জীবনের প্রধান তিনটি মৌলিক উপাদান তরল পানি, শক্তির উৎস ও জৈব অনু বিদ্যমান রয়েছে। বৃহস্পতি গ্রহ পরিভ্রমনরত মহাশুন্যযান 'গ্যালিলিও-তে এই তথ্য ধরা পড়েছে। *সৌজন্যে ঃ ইনকিলাব ১১.১০.৯৭ ১ম পৃঃ*

[সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের জানা-অজানা অগণিত জাত ও সৃষ্টি কুলের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক।]

মারকায সংবাদ

সাফল্যের স্বর্ণশিখরে মারকাযের ছাত্রবৃন্দ

মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড-এর প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা'৯৭ তে রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী হ'তে এ বছর আট জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরিক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১ জন প্রথম গ্রেডে প্রথম সহ সব ক'জনই এবং ৮ম শ্রেণীর দুই জনের মধ্যে এক জন কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করেছে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ হলঃ ৮ম শ্রেণী হ'তে নুরুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী হ'তে হাশেম আলী, শরীফুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, শফীকুল ইসলাম নাজীবুর রহমান, যিয়াউর রহমান ও আব্দুল ওয়ারেছ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরিক্ষায়ও চার জনের মধ্যে এক জন প্রথম গ্রেডে প্রথমসহ চার জনই বৃত্তি লাভ করেছিল। তারা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজাশাহীর সিলেবাস অনুসরণকারী সাতক্ষীরার

বাঁকাল মাদ্রাসার ছাত্রদের বিরল কৃতিত্ব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাতক্ষীরা জেলা শাখায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাতক্ষীরা পৌরসভার অধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ-এর নিম্নোক্ত ১২ জন ছাত্র শ্রেণী ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার পেয়ে জেলা বাসীকে এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণকে অবাক করেছে। স্নেহ পরায়ন শিক্ষকবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক /অভিভাবিকাগণ ও মাদরাসা পরিচালনা কমিটি তাদের জন্য গর্বিত। মাদরাসার শ্রদ্ধেয় পরিচালক আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান তার ছাত্রদের ভবিষ্যত কল্যাণ ও সনেঃ সনেঃ উন্নতির জন্য সকলের নিকটে দো'আ কামনা করেছেন।

পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদের নামঃ (থানা পর্যায়ে ৬ জন)

ছাত্রের নাম	শ্রেণী	প্রতিযোগিতার বিষয়	অধিকৃত স্থান
আব্দুল্লাহ আল-মামুন	৪র্থ	কিরাআত	১ম
আব্দুর রকীব	৬ষ্ঠ	কিরাআত	২য়
আব্দুছ ছামাদ	৬ষ্ঠ	উপস্থিত বক্তৃতা	১ম
হাফেয মতীউর রহমান	৭ম	উপস্থিত বক্তৃতা	২য়
নূরুল ইসলাম	৮ম (খ গ্রুপ)	উপস্থিত বক্তৃতা	১ম

http://islaminonesite.wordpress.com

মাহফূযুর রহমান	৮ম (খ গ্রুপ)	উপস্থিত বক্তৃতা	২য়

(জেলা পর্যায়ে ৬ জন)

আব্দুর রকীব	৬ষ্ঠ	কিরাআত	১ম
আব্দুর রকীব	৬ষ্ঠ	আযান	২য়
আব্দুছ ছামাদ	৬ষ্ঠ	উপস্থিত বক্তৃতা	১ম
হাফেয মতীউর রহমান	৭ম	উপস্থিত বক্তৃতা	৩য়
মাহফূযুর রহমান	৮ম (খ গ্রুপ)	উপস্থিত বক্তৃতা	৩য়
নূরুল ইসলাম	৮ম (খগ্রুপ)	উপস্থিত বক্তৃতা	২য়

প্রকাশ থাকে যে, অত্র মাদরাসা হ'তে ১৯৯৬ সালে ২টি ও ১৯৯৭ সালে ১টি ছেলে ইবতেদায়ী বৃত্তি লাভ করেছিল।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর আগমন

.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্জ মাওলানা নূরুল ইসলাম গত ১৪.৯.৯৭ ইং রোজ রবিবার তাঁর রাজশাহী সফরের ফিরতি পথে মারকায পরিদর্শনে আসেন। মারকাযের সম্মানিত সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী সহ অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র ও মারকায পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ মাননীয় মন্ত্রী ও তাঁর সাথীবৃন্দকে স্বাগত জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মারকাযের বিশাল ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন ও মারকাযের পরিদর্শন বইয়ে স্বহস্তে প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ শুরু

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে মাস ব্যাপী 'ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স' শুরু হয়েছে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্‌রাসাতে গত ২রা অক্টোবর'৯৭ বৃহস্পতিবার হ'তে।

মোট তিনটি গ্রুপে বিভক্ত একমাস করে মোট তিন মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ- এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও কোর্সের পরিচালক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, দফতর সম্পাদক জনাব আব্দুল বাকী এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষক, ছাত্র ও কোর্সের জন্য বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইমাম গণ।

উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধান অতিথি বলেন, ইমামগণ কেবল মসজিদে ছালাতের নেতৃত্ব দেন না বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একটি শান্তিময় ইসলামী সমাজ গঠনেও তাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা সে শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন বলে আশা করি। দেশের কয়েকটি জেলা হ'তে আগত ১ম ব্যাচে মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলীঃ

* সরাসরি অথবা মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহকের নাম ও পত্রিকা প্রেরণের ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

* বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

*বার্ষিক চাঁদা ১১০ /০০ ও ষান্মাসিক ৬০/০০; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

* রেজিষ্ট্রি ডাকে অথবা ভি, পি, পি-যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

এজেন্ট/ পরিবেশকদের জ্ঞাতব্যঃ

* ২০ কপির নীচে এজেন্ট/ পরিবেশক নিয়োগ করা হয় না।

* এজেন্ট/ পরিবেশকগণ ৩৫% কমিশন পাবেন।

* বিক্রয়লব্ধ পত্রিকার সমুদয় টাকা পরিশোধ করার পড়ে তারা পরবর্তী সংখ্যা গ্রহণ করবেন।

* এজেন্ট/ পরিবেশক হওয়ার জন্য প্রকাশক বরাবর আবেদন করতে হবে ও নির্ধারিত নিয়মে পূর্বাহ্নে চুক্তিবদ্ধ হ'তে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

আব্দুর রাযযাক সালাফী
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রশ্ন-১(৪)ঃ বিনীত নিবেদন এই যে, জনৈক মসজিদের ইমাম তার প্রদত্ত এক ভাষণে গ্রামীণ ব্যাংকের লেনদেনকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। কিছুদিন পর উক্ত মসজিদের সেক্রেটারী বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে, স্বয়ং ইমাম ছাহেবের স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সুদভিত্তিক শর্ত মেনে চলছেন এবং তদন্তে ইহা সত্য প্রমাণিত হয়। অথচ ইমাম ছাহেব একে রোধ করার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব এর জন্য কতটুকু দায়ী হবেন ও এরূপ ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে অতীতের ছালাতের হুকুম কি হবে?

শিক্ষক বর্গ

আমনুরা দারুল হুদা হাক্কানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চাপাই- নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ- একজন স্বামী শারঈ বিধান অনুসারে স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ। কিয়ামতের দিন তাকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা স্ত্রীর শরীয়ত বিরোধী কাজকে নীরবে বা সরবে সমর্থন দেয়, তাদেরকে শারঈ পরিভাষায় 'দাইয়ূছ' বলা হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেব তার স্ত্রীর মতই সূদী কারবারের অপরাধী। তবে তার পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। নিঃসন্দেহে ছালাত হয়ে যাবে (ছহীহ বুখারী ১/৯৬ পৃঃ ; ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২০১ পৃঃ)।

প্রশ্ন- ২(৫)ঃ দাড়ি মুন্ডন অথবা কর্তন করার শারঈ বিধান কি? এক মুঠ দাড়ি রাখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?

সিরাজুদ্দীন

সাং ডাঙ্গিপাড়া, পোঃ নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ি বাড়াও ও গোঁফ ছোট কর'।- বুখারী ২ / ৮৭৫ পৃঃ।

দাড়ি মুন্ডনের পক্ষে কোন হাদীছ নেই। কিংবা ছাহাবায়ে কেরামেরও কোন আমল নেই। এক মুঠের উপরে দাড়ি কর্তনের পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তা কেবল মাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সময় মাথা মুন্ডনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।- বুখারী, ফাৎহুল বারী (বৈরুতঃ ১৪১০ হিঃ) ১০/৪২৯ পৃঃ।

প্রশ্ন-৩(৬)ঃ ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা কত? ছয় না বারো? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

সিরাজুল ইসলাম

সাং মোহনপুর, পোঃ টোটালি পাড়া

থানাঃ মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ছানা পড়ার পরে ও কিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো। উক্ত বারো তাকবীর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত এবং সুন্নাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মর্মে কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মারফূ হাদীছ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, হা/ ১৪৪১) সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এটিই হলো 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত' (তিরমিযী ১/ ৭০ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তাদ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' আর কোন রেওয়ায়াত নেই'। -বায়হাকী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬, মিরআৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।

ছয় তাকবীর সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মারফু

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' (বায়হাকী ৩/২৯১)।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (খলীফা হারূণের নির্দেশ মতে) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন (*মিরআৎ ২/ ৩৩৮ ও ৩৪১ পৃঃ*)।

প্রশ্ন-৪(৭)ঃ বর্তমানে অনেকেই দেখা যায় যে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিয়ে থাকে, যাকে খাই খালাছী বা জমি ঠিকাও বলা হয়। এরুপ করা দীন ইসলামে বৈধ কি না?

উত্তরঃ খাই খালাছী বা জমি ঠিকা দেওয়া ছহীহ হাদীছের আলোকে জায়েয। কেননা হানযালা বিন কাইস রাফে বিন খাদীজ হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, আমার চাচা আমাকে অবগত করিয়েছেন যে, তারা নবী (ছাঃ)-এর যুগে নালার সম্মুখভাগের ফসল অথবা জমির মালিক জমির একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্টকরে নেওয়ার পরিবর্তে জমি ভাড়া দিতেন। নবী (ছাঃ) এরূপ জমি ভাড়া (বা ঠিকা) দেওয়া থেকে নিষেধ করেননি। অতঃপর আমি রাফে বিন খাদীজকে জিজ্ঞেস করলাম যে, দিরহাম ও দিনারের পরিবর্তে জমি ভাড়া দেওয়া কেমন? তিনি বলেন এতে কোন ক্ষতি নেই (*বুখারী ও মুসলিম*)।

প্রশ্ন-৫(৮)ঃ দোওয়ায়ে কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়ার প্রচলন দেখা যায়। এর মধ্যে কোনটি সঠিক ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক তা অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

আব্দুছ ছামাদ
সাং বুলারাটী পোঃ আলীপুর
থানা ও জিলাঃ সাতক্ষীরা

উত্তরঃ যদি 'কুনূতে নাযিলা' পড়তে হয়, তবে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়া বিধিসম্মত। আর যদি সাধারণ কুনুত হয় তবে বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পড়া সর্বোত্তম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রুকুর পরে পড়ার হাদীছ তথা ছাহাবীগণের আমল থাকার দরুন রুকুর পরেও পড়া জায়েয।

প্রকাশ থাকে যে সাধারণ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়ার হাদীছ গুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ। এই সময় তাকবীর দিয়ে নয় বরং সধারণ ভাবে দো'আ করার ন্যায় দুই হাত একত্রে বুক বরাবর তোলা যাবে ও মুক্তাদীগণ 'আমীন ' 'আমীন' বলতে পারবেন (*মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১২৮৯,৯০; মির'আত ২/২১৯, ২২*)।

প্রশ্ন-৬(৯)ঃ একামতের শব্দ বেজোড় হওয়াই হাদীছ সম্মত। কিন্তু আমরা একামতের শেষে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার বলি। এর কারণ কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন
সাং আখিলা
পোঃ উজির পুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একামতের মধ্যে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার একত্রে উচ্চারিত হয়ে একটি বেজোড় বাক্যে পরিগণিত হয়েছে। আযানের সময় উহা দুই দুই চার-য়ে মোট দু'বার উচ্চারণ করতে হয়। হাদীছে 'মার্‌রাতান' শব্দ এসেছে (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৪৩)। যার অর্থ একবার। একটি শব্দ নয়।

প্রশ্ন-৭(১০)ঃ জুম'আর দিন জুম'আর আযান এক না দুই? কোন কোন মসজিদে এক আযান আবার কোন মসজিদে দুই আযানও দিতে দেখা যায়। কোনটি সঠিক? কার মাধ্যমে ও কখন থেকে দুই আযানের প্রচলন হয়, উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুল বাছীর
সাং ছয় রশিয়া,
চাপাই নবাবগঞ্জ

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়কালে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র জুম'আর এক আযান চালু ছিল। যা খুৎবার প্রাক্কালে দেওয়া হ'ত। হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর সময় বিশেষ কারণে মসজিদে নববী হ'তে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে 'যাওরা' বাজারে আর একটি আযান চালু করা হয়। যা বর্তমানে 'ডাক আযান' নামে পরিচিত এবং একই মসজিদে একই স্থান হ'তে দেওয়া হয়ে থাকে। রাসূলের সুন্নত অনুসরণই মুমিনের জন্য অধিকতর কাম্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রশ্ন-৮(১১)ঃ চোখে ছানি পড়েছে। বর্তমানে পাওয়ার যুক্ত চশমা ব্যবহার করেও কোন কাজ হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়েছেন যে, দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হলে চোখ অপারেশন করতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা করা যায় কি না?

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের
পাবনা।

উত্তরঃ অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় চোখ অপারেশন দ্বারা রোগ মুক্তিও একটি চিকিৎসা, যা ছহীহ সুন্নাহ থেকেই বৈধ সাব্যস্ত। হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী (ছাঃ) উবাই বিন কা'আবের নিকট এক ডাক্তার পাঠালে সে (চিকিৎসা স্বরূপ) তার একটি রগ কেটে ফেলল। অতঃপর উহাতে গরম লোহার দাগ মেরে দিল (*মুসলিম*)।

ইহা ছাড়াও চুঙ্গি লাগানো ও খাৎনা করাও এক ধরণের অপারেশন যা দ্বারা বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা অন্যান্য অপারেশন, বা চিকিৎসার বৈধতাও সাব্যস্ত হয়।

প্রশ্ন-৯(১২)ঃ কোন মসজিদের ইমাম ছাহেব শুধুমাত্র শুক্রবারে জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেন এবং কোন বেতন গ্রহণ করেন না। তবে সমাজের সাথে তার এই রকম চুক্তি রয়েছে যে, বায়তুল মালের সিকি অংশ তিনি নেবেন। এমতাবস্থায় ইমামতির বিনিময়ে এ ভাবে শুধু বায়তুল মাল গ্রহণ করা বৈধ কি ? কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

প্রধান শিক্ষক
বড় বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী

উত্তরঃ 'বায়তুল মাল' বলতে এখানে যদি উশর, ফিত্‌রা, যাকাত ইত্যাদি বুঝানো হয়, যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হক নিধারিত রয়েছে, সেই মাল থেকে সাধারণ ভাবে ইমাম ছাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে মাল দেওয়া বৈধ নয়। কারণ এতে একের হক অন্যের অধিগ্রহণ হবে। তবে যাদের হক এই মালে রয়েছে শুধু তাদের পক্ষ হতে যদি দেওয়া হয় তবে তা দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন-১০(১৩)ঃ সমাজের দরিদ্র লোক যদি দরিদ্রতার কারণে ইমাম ছাহেবের ভাতা স্বরূপ তাদের উপর অর্পিত অংশের চাঁদা প্রদান করতে অপারগ হয় তবে তাদের পক্ষ থেকে ইমাম ছাহেবকে বায়তুল মালের সিকি অংশ প্রদান করা যাবে কি না? এর জন্য ইমাম ছাহেব কি পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন?

প্রধান শিক্ষক
বড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরিদ্র শ্রেণীর এমন লোক যারা ফকীর অথবা মিসকীন পর্যায়ের এবং বায়তুল মালে যাদের হক রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে তাদের হক অনুপাতে সে পরিমান বায়তুলমাল ভাতা স্বরূপ ইমাম ছাহেবকে দেওয়া যায়। বিশেষ ভাবে তারা যদি নিকটতম গরীব হয়। নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদেরই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। (*বুখারী, মুসলিম*)।

প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মালে গরীবদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পর সে মাল তাদের এখতিয়ারে চলে যায়। তারা তখন নিজ প্রয়োজনে তা বৈধ ভাবে যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com